চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ণ – ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ঃ ৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 6, 30 November - 6 December, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন হাসপাতালে

নিম্ন মানের ক্যাথিটার সরবরাহ ও এর জেরে অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ মিলল দুই ফার্মাসিস্টকে স্বাস্থ্য দপ্তর বদলি করায়। শুরু হয়েছে তদন্ত।

রবিবার : মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডের বিধানসভা নির্বাচনে

আস্থা বজায় রইল শাসকপক্ষের উপর। অভূতপূর্ব ফল করল বিজেপি ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা। মহারাষ্ট্রে ধরাশায়ী কংগ্রেস–উদ্ধব–শরদ। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশেও শাসক দলের জয়জয়াকার।

সোমবার : শিলিগুড়ি থেকে তিনজনের গ্রেপ্তারি দেখিয়ে দিল

ট্যাব কেলেঙ্কারির জাল ছড়িয়ে পড়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। প্রথমে হেড মাস্টারদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা হলেও শিক্ষা প্রশাসনের অন্দরেই যে এর বিষ রয়েছে আজ তা প্রমাণিত।

মঙ্গলবার : ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ১৯৭৬ সালে ৪২তম

সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢুকেছিল সমাজতন্ত্রী ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি। এতে আপত্তি জানিয়ে শব্দ দুটি বাদ দেওয়ার আর্জি খারিজ হয়ে গেল সুপ্রীম কোর্টে।

বুধবার : বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারির

প্রতিবাদে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালো ভারত সরকার। আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সচিব পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা। সেখানে আরও চাপ তৈরির সুযোগ পেল ভারত।

বৃহস্পতিবার : বাজারে জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া। অথচ

তার আঁচ পড়ে না সরকারি মিড ডে মিলে। দু বছর পর প্রাথমিকে বাড়লো ৭৪ পয়সা আর উচ্চ প্রাথমিকে ১ টাকা ১২ পয়সা। এতে কি বাড়ন্ত বুদ্ধির পুষ্টি বজায় রাখা সম্ভব।

শুক্রবার : ইস্কনকে নিষিদ্ধ করার দাবি খারিজ হয়ে গেল

বাংলাদেশের হাই কোর্টে। এদিকে সনাতন ধর্মগুরু চিন্ময় প্রভুকে অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে তাঁকে মুক্ত করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

লাইব্রেরিয়ানের অভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ ক্ষুদিরাম পাঠাগার

কুনাল মালিক

কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঠাকুরপুকুর জায়গিরঘাট রোডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত পাঠাগার লাইব্রেরীয়ান ও কর্মীর অভাবে প্রায় ৫বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। পাঠাগারটির নাম ক্ষুদিরাম এডুকেশনাল পাবলিক অ্যান্ড চিলড্রেন্স লাইব্রেরী। যেটি ১৯৭৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে বাখরাহাট রোড ধরে একটু গেলেই ডানদিকে চলে গেছে জায়গীরঘাট রোড। ব্রহ্মপদ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাঠাগারটি অবস্থিত। পাশেই আছে ১২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা ছন্দা সরকারের জনসংযোগ কেন্দ্র। সম্প্রতি এক দুপুরে ওই স্থানে গিয়ে দেখা গেল পাঠাগারটি তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই প্রসঙ্গে ওই ওয়ার্ডের

ঠাকুরপুকুর জায়গীর ঘাট রোড

বহুদিন ধরে বন্ধ পাঠাগারের দরজা। ছবি : অরুণ লোধ

পৌরমাতা ছন্দা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেখছি এই পাঠাগার বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। স্থানীয় এক মানুষ আছেন যার কাছে এই পাঠাগারের চাবি আছে কিন্তু তিনি কোনদিনই চাবি খোলেননি। ছন্দাদেবী আরো জানালেন, পৌরসভা এলাকার একটি ঘর বেকার বেকার তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। যদি পাঠাগার নাই খোলে তাহলে ঘরটি আমাদের দিয়ে দেওয়া হোক। স্থানীয় এক যুবক জানালেন, আগে এই পাঠাগারটি হৈ হৈ করে চলত। কেন যে বন্ধ হয়ে গেল তা আমরা জানিনা। যে মানুষটির কাছে এই পাঠাগারের চাবি থাকে তার খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি হলেন অশোক কুমার মণ্ডল। এক সময় এই পাঠাগারের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি জানালেন, ১৩ বছর আগে এই পাঠাগারে লাইব্রেরীয়ান অনিন্দিতা দাস অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। তারপরে সাইকেল পিয়ন অমল রায় এই লাইব্রেরির দায়িত্বে ছিলেন। তিনিও প্রায় সাড়ে ৪বছর পর রিটায়ার্ড হয়ে যান।

এরপর পাঁচের পাতায়

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নেতরার বেহাল পাঠাগার পরিদর্শন করলেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় আলিপুর বার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চলছে সরকার অনুমোদিত নেতরা গ্রামীণ পাঠাগার' শীর্ষক একটি খবর। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত এই সরকার অনুমোদিত পাঠাগারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুজোর আগে খোলে। রূপমঞ্জুরী দাস নামে একজন লাইব্রেরিয়ানকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু লাইব্রেরীটি বর্তমানে ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ বইপত্র উইপ্রোকার পেটে গেছে। ছাদের চাঙ্গর ভেঙে পড়েছে। নড়বড়ে আলমারি যেকোনো সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। বৈদ্যুতিক আলোর বোর্ড ঝুলছে বিদ্যুৎহীন অবস্থায়। একপ্রকার প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই চলছে সরকার অনুমোদিত পাঠাগার। বিস্তারিত তথ্য আমরা ওই সংবাদে তুলে ধরেছিলাম। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। গত ২৫ নভেম্বর ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শেখ দীন ইসলাম এবং মাস এডুকেশনের আধিকারিক ওই সরকার অনুমোদিত পাঠাগারটি পরিদর্শন করেন। এবং তারা কথা দেন খুব শীঘ্রই লাইব্রেরীটির সংস্কারের জন্য ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। তবে পাঠাগারের যা অবস্থা সংস্কার করা সম্ভব নয় সম্পূর্ণ ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে হবে বলেই জানা যায়। ওই পাঠাগারে লাইব্রেরীয়ান রূপমঞ্জুরী দাস বলেন,, বিডিও সাহেব আমাদের পাঠাগারটি পরিদর্শন করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলা বইমেলায় স্টল বিলিতে স্বচ্ছতার অভাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামী ৪ ডিসেম্বর। চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বজবজ সুভাষ উদ্যান মাঠে। ওই জেলা বইমেলায় ষ্টল নেবার জন্য আলিপুর বার্তা ও তার প্রকাশনী সংস্থা নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে গত ২৫ নভেম্বর যোগাযোগ করলে, দপ্তরের এক আধিকারীক জানান আগামী ২৮ নভেম্বরের পর ফর্ম পাওয়া যাবে। এমনকি তিনি আলিপুর বার্তার ই–মেলও নিয়ে বলেন, মেলে আমরা ফর্ম পাঠিয়ে দেব। স্টলের জন্য দিতে হবে ৫০০০টাকা। ২৯ নভেম্বর যখন আমাদের পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে অরুণ লোধ ওই আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন ওই আধিকারিক বলেন যে সব স্টল বিলি করা হয়ে গেছে কলকাতার প্রকাশনী সংস্থা নিয়ে নিয়েছে। তখন আমাদের প্রতিনিধি বলেন, আমরা তো অনেক আগেই এসেছিলাম আপনাদের দপ্তরে। তাহলে আমরা স্টল পাবনা কেন? সে প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায়নি ওই আধিকারিকের কাছ থেকে। এমনকী তিনি তার নামও বলতে চাননি। এই প্রসঙ্গে জেলা গ্রন্থগার আধিকারিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, জেলার লিটিল ম্যাগাজিনের জন্য স্টল থাকছে সেখানে একটা আবেদন করে এমনিই আপনাদের কাগজপত্র রাখতে পারেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয় আলিপুর বার্তা লিটল ম্যাগাজিন নয়। সারা রাজ্যজুড়েই আলিপুর বার্তা এখন পাওয়া যাচ্ছে। তখন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক বলেন, আপনারা তো আগে আমাকে জানাতে পারতেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে বলা হয় অনেক আগেই তো আমরা যোগাযোগ করেছিলাম আপনাদের দপ্তরে। আমাদের প্রশ্ন যখন জেলায় বইমেলা হচ্ছে তখন এই জেলারই অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা স্টল চেয়েও কেন তা থেকে বঞ্চিত হবে? তাহলে কি স্টল বিলিতে কোথাও অস্বচ্ছতা থেকে যাচ্ছে?

বাগদায় হাসপাতালের পরিত্যক্ত ঘর এখন মৃত্যুফাঁদ

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণার বাগদার পুরোনো হাসপাতালটি কার্যত পরিত্যক্ত। যা এখন হেরিটেজ বিল্ডিং হিসেবে চিহ্নিত। এই পুরোনো হাসপাতালের গাড়ি গ্যারেজটি বর্তমানে পরিণত হয়েছে এক মরণফাঁদে। সর্বদা এখানে খেলাধূলো করে পুরোনো ও পরিত্যক্ত হাসপাতালেরই কয়েকটি ঘরে বসবাসকারী ভূমিহীন আদিবাসীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। এই হাসপাতালের তৎকালীন সময়ের আধপাকা টিনের ঘরগুলি অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কালের নিয়মে। আর এই গ্যারেজ ঘরটি সেই আমলের ছাদযুক্ত ঘরগুলির মধ্যে একটি। এর চাঙড় ভেঙে কখনও ছাগলের বাচ্চা মারা গিয়েছে। কখনও বা চরতে আসা গরু গুরুতর জখম হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দদের। তারা বলেন, 'অবস্থা খারাপ দেখে বাগদার পঞ্চায়েত প্রধান একবার উদ্যোগী হয়েছিলেন এটিকে ভেঙে ফেলার। কিন্তু ভোটের লাভক্ষতি ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেমে গিয়েছে তার এই মহৎ উদ্যোগ।'

অভিযোগ, এখন শাসকদলের নেতাদের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সর্বদা ভয় দেখানো হয়, সরকারি ঘর ভাঙলে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা হবার। কিন্তু এইসব সরল অবুঝ শিশুরা তো এসব বোঝে না। তারা খেলাচ্ছলে

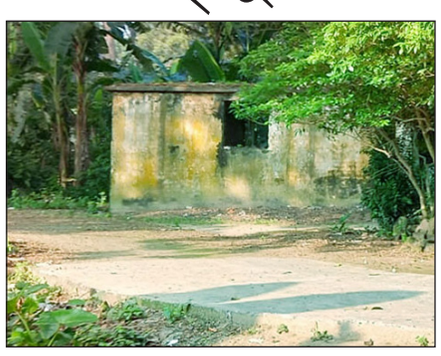

নিয়তই এখানে চলে আসে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের নজর এড়িয়ে। কিন্তু এইসব আদিবাসীরা অজ্ঞতার কারণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগও করতে পারে না। শুধু ওরাই নয়, এলাকার বাসিন্দারাও চান, এটা যখন কোনও কাজেই আসে না, তখন এই মরণফাঁদকে ভেঙে ফেলা হোক। কারণ যে কোনও মুহূর্তে কোনও চাঙড় ভেঙে বা দেওয়াল ধসে কোনও শিশুর মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এস্বত্ত্বেও শুধু ভোটের স্বার্থ ও প্রশাসনিক অবহেলায় এই মরণফাঁদ সংস্কার রূপধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মহলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দেশের দ্বিতীয় বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র চন্দ্রপুরে

অভীক মিত্র, বীরভূম: ৬৩ বছর পর দেশের দ্বিতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম হাই অল্টিটিউড বেলুন ফেসিলিটি তৈরি হল বীরভূম জেলার চন্দ্রপুরে। এই বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি করে কলকাতার ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স (আইসিএসপি)। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রপুর থানার পাশে ফাঁকা মাঠে ৬ বিঘা জমির উপর তৈরি হবে এই কেন্দ্র। আগামী নভেম্বর মাসে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই এলাকা দিয়ে বিমান চলাচল না করায় এলাকাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০ ফুট ব্যাসের একটি বেলুন উৎক্ষেপণ করা হয়। মাটি থেকে কমপক্ষে ৪০ কিলোমিটার উঁচুতে ওঠার পর বেলুনটি সক্রিয় হয়ে, খুলে যায় বেলুনের পে–লোড। মহাকাশ থেকে অতিসহজে তথ্যসংগ্রহ করার ক্ষেত্রে গবেষকদের নতুন দিশা দেখাবে এই কেন্দ্র। ১৯৬১ সালে বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গির ভাবার উদ্যোগে দেশে প্রথম বেলুন উৎক্ষেপণ কেন্দ্র তৈরি হয় হায়দ্রাবাদে। এই কেন্দ্রকে বেলুন ফেসিলিটি বলা হয়। ৭ মাইক্রনের পলিথিন দিয়ে তৈরি ৯ কেজি ওজনের এই বেলুনে রয়েছে অত্যাধুনিক নানা যন্ত্রাংশ একে হাই অল্টিটিউড বেলুন বলা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে এই বেলুন উৎক্ষেপণ করা হয়। বায়ুমণ্ডলের ওজনস্তরের দিকে উঠে যায় এই বেলুন। মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন দিগন্ত দেখাবে বলেই আশাবাদী বিজ্ঞানীরা।

গঙ্গাসাগর ব্রিজ গড়তে তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : জানুয়ারির শুরুতে গঙ্গাসাগর মেলা। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সমাগম হবে এই মেলাতে। সেই কারণে মুড়িগঙ্গা নদীতে ১মাস ধরে চলছে ড্রেজিং। তার পরেও এখনো পর্যন্ত লট নম্বর ৮ ও কচুবেড়িয়া ভেসেল পরিষেবা সারাদিনের মধ্যে প্রায় ৬ ঘন্টার বেশি বন্ধ হয়ে থাকছে। মেলার সময় পুণ্যার্থী সমাগম হলে মুড়িগঙ্গা নদীতে দিনের বেশিরভাগ সময় ভেসেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতেই হবে। এইটাই প্রশাসনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে প্রতিটি বছর। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার চাইছে স্থায়ী সমাধান। অর্থাৎ মুড়িগঙ্গা নদীর উপরে সেতু নির্মাণ। কোথা থেকে হবে মুড়িগঙ্গা নদীর সেতু, ম্যাপ হাতে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব অন্তরা আচার্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দপ্তরের উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়াররা। এই এলাকার কোথা থেকে সেতুর এপ্রোচ রোডটি তৈরি করা হবে, তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে জানতে চান। এরপরই ম্যাপ হাতে নিয়ে তিনি ওই এলাকাটি পরিদর্শন করেন। পরে মুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে কচুবেড়িয়াতে গিয়েও ওখানকার এলাকা পরিদর্শন করেন। এছাড়াও এদিন তিনি গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন।

এ বিষয়ে অন্তরা আচার্য বলেন, 'মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। ওই এলাকা ঘুরে দেখা হয়েছে। দ্রুত গতিতে সুষ্ঠভাবে যাতে সেতু নির্মাণের কাজ করা যায়, প্রশাসনের এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। এছাড়াও গঙ্গাসাগর মেলার আগে পূর্ত দপ্তরের সব কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে তাকিয়ে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

যাতায়াতের মাধ্যম বাঁশের সাঁকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম বাঁশের সাঁকো(ফরাস)। স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও এখনও আদিমযুগের মত নদীতে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছে মানুষজন। কত ভোট এলো আর গেল কত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল কিন্তু ভোট ফুরালেই সেই একই ছবি। বাঁশের সাঁকো এখনো ব্রীজে পরিনত হয়নি, এমনি আক্ষেপ করে জানায়

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল কৈখালী ফ্লাড সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি: বেহাল অবস্থায় দাঁড়িয়ে সুন্দরবনের কুলতলির একটি ফ্লাড সেন্টার।দ্রুত মেরামতের প্রতিশ্রুতি বিধায়কের। প্রতিবছরই সুন্দরবনে কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোই লেগেই থাকে। যার কারনে সুন্দরবনের নদীর পাড়ের বাসিন্দাদের দুর্যোগের কথা কানে আসলে ঘুম উড়ে যায় তাদের। ভিটে মাটি ছেড়ে তাদের আশ্রয় হয় কোন না কোন ত্রাণ শিবিরে। আর এভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেই তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাম আমলে ঘূর্ণিঝড়ের

মতন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় সুন্দরবনের মানুষকে আশ্রয় দিতে সুন্দরবনে বেশ কয়েকটি ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন কেন্দ্র বা ফ্ল্যাড সেন্টার তৈরি করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে ঠিকমতন রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে বর্তমানে কুলতলির গোপালগঞ্জ পঞ্চায়েতের কৈখালি ফ্লাড সেন্টারটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

নীরবতার বলি হচ্ছে মানবতা

ওঙ্কার মিত্র

গত এক বছরের উপর মধ্যপ্রাচ্যে ধর্মের নামে চলছে মানবতার নিধন যজ্ঞ। তার আগে থেকে ইগোর লড়াই চলেছে রাশিয়া–ইউক্রেনে। বেয়নেট, ট্যাংক, মিশাইলের নিচে পিষে যাচ্ছে মানবতার বুলি। কিন্তু আজকের এই বিশ্ব অর্থনীতির দুনিয়ায় কারোর বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই মানবতার ধ্বংসলীলায়। কোথায় রাষ্ট্রপুঞ্জ, কোথায় আন্তর্জাতিক আদালত, কোথায় ন্যাটো। সবাই চুপ। নীরবতার প্রশ্রয়ে সাহস পেয়ে বাধাহীন এই ধর্মীয় মৌলবাদ এবার ফণা তুলেছে বাংলাদেশে। আক্রান্ত সেখানকার সংখ্যালঘু বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু। ইউরোপ ঘুরে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ এখন ভারতের দোরগোড়ায়। গত আগস্ট মাসের ৫ তারিখ থেকে সেখানে চলছে মৌলবাদের উল্লাস। প্রতিদিন কাটা যাচ্ছে মানবতার ধড়–মুণ্ডু। কোনও এক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য ধর্মধারী মানুষ বিপন্ন। বউ–বাচ্চা ভিটে মাটি আঁকড়ে তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন বাঁচার লড়াই। তবু কিন্তু দেশ শাসনের জিম্মা নেওয়া নেতাদের নীরবতা অব্যাহত।

আজ যখন হাহাকার চরমে উঠেছে তখন কিছুটা নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকে। এতদিন পরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মানবতার দাবিকে তুলে ধরেছেন বিধানসভার চৌহদ্দিতে। কিন্তু কী কেন্দ্রের শাসকদল, কী রাজ্যেই কেউই এখনো বাঙালির পাশে অযাচিত ভাবে এসে দাঁড়াবার সাহস দেখাচ্ছেন না। এখনো তাঁরা কষে চলেছেন ভোটের অঙ্ক। একথা নিশ্চিত যে এর মাশুল গুণতেই হবে। মৌলবাদ কখনো কোনও নীরবতাকারীকে ক্ষমা করেনি। কেড়ে নিয়েছে বহু মানুষের প্রাণ। ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইন, ইজরায়েল, ইউক্রেন, রাশিয়ায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে লাখ লাখ। এবার দক্ষিণ এশিয়ার পালা। এতদিন যে মৌলবাদ অনুকূল পরিবেশের অপেক্ষায় ছিল সে আজ উদ্ধত উন্মাদ। এই অনুকূল পরিবেশ যারা পর্দার পিছনে থেকে রচনা করে দিচ্ছে তারা আসলে মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। আমরা যদি নিজেদের অর্থনীতির কথা ভেবে এই মুখোশ খুলে দিতে না পারি তাহলে চরম দিন আগত। বাঙালি ফের বিপন্ন হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই ভারতেও একটা ধর্মীয় মৌলবাদী কণ্ঠ ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। মানবতা সরে যাচ্ছে পিছনের দিকে। পৃথিবীর জন্য এ এক অশনি সঙ্কেত।

মূর্খতা ও ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়াল বাংলাদেশ

ধ্রুব শিমুল

পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য বহু দশক ধরে অবিভক্ত ভারতের বীর বিপ্লবীদের ধারাবাহিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সকল ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে পরাধীন ভারতের সবপ্রান্তের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশের কলঙ্কখচিত ইউনিয়ন জ্যাক ছুঁড়ে ফেলে গৌরবের ত্রিবর্ণখচিত পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। এই সময়ে দাঁড়িয়ে খণ্ডিত ভারতবর্ষে ৩টি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলেও আমাদের পূর্বপুরুষদের মিলিত চেষ্টায় অর্জিত যে স্বাধীনতা ও তাঁর প্রতীক হিসাবে যে ত্রিবর্ণখচিত পতাকা আমরা অর্জন করেছিলাম সেই গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করা মানে নিজেদের মর্যাদাকেই ভূলুণ্ঠিত করা। এবং লজ্জাজনক এমন এক কুকর্ম সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে খোদ বাংলাদেশে! যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য যে দেশের সেনারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, যে দেশের জনগণ নিজে অভুক্ত থেকে বিপন্ন

পূর্ববঙ্গবাসী উদ্বাস্তুদের খাবার ও আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছেন–সেই দেশে পরিকল্পনা করে স্বাধীন ভারতের গৌরবের প্রতীক ত্রিবর্ণখচিত জাতীয় পতাকাকে পদদলিত করার শিউরে ওঠা ঘটনা ঘটেছে। রাজধানী ঢাকায় প্রকৌশল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলপ্রবেশ পথে ভারতের জাতীয় পতাকাকে মাটিতে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রবেশ করা সকল তথাকথিত 'শিক্ষিতরা' গৌরবের সেই পতাকাকে পদদলিত করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন!

গেল ৫ আগস্ট ২০২৪, চক্রান্তের মাধ্যমে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতায় আসীন হওয়া ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অনির্বাচিত সরকারের মদদে দেশজুড়ে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্টকে উসকে দিতে প্রগতিবিরোধী একটি মৌলবাদী শক্তি এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বন্ধুপ্রতীম একটি নিকট প্রতিবেশী দেশের জাতীয় পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত

এরপর পাঁচের পাতায়

৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ বাহিনীর কনস্টেবল পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে ২০২৫ সালের ৮ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কনস্টেবল, অসম রাইফেলসের রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) ও নারকোটিক্সের সেপাই পদের অনলাইন কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি। ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন পরীক্ষার ১০ দিন আগে থেকে। এই ওয়েবসাইট থেকে: www.ssc.nic.in কম্পিউটার বেসড (সি.বি.ই.) পরীক্ষায় ১৬০ নম্বরের ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নেট পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো লেকচারার নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: সারা ভারতের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গোয়েজ–সহ), সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকশো অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরি, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ ও পিএইচ.ডি. কোর্সের ভরতির জন্য ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (UGC–NET) পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা নেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ.)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিউম্যানিটিজ (ল্যাঙ্গোয়েজ– সহ), সোশ্যাল সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ও ইলেক্ট্রনিক সায়েন্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৫৫% (ও.বি.সি., তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা কিংবা যাঁদের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ফল এখনো বেরোয়নি, তাঁরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় নেট পরীক্ষার ফল বেরোনোর ২ বছরের মধ্যে ওই শতকরা হারে নম্বর পেয়ে পাশ করার বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে হবে। মোট অন্তত ৭৫% (তপশিলী, ও.বি.সি. হলে ৭০%) নম্বর পেয়ে ৪ বছরের কিংবা ৮ সেমেস্টারের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও আবেদনের যোগ্য। ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যাঁরা মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ করে পিএইচ.ডি. করেছেন, তাঁরা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। ২০০৯ সালের ইউ.জি.সি. আইনানুযায়ী পিএইচ.ডি. ডিগ্রি থাকলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য এই নেট পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০০২ সালের ১ জুনের আগে সেট পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করে থাকলে সারা ভারতের যে কোনো জায়গায় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য নেট পরীক্ষা দিতে হবে না। ২০০২ সালের ১ জুনের পর সেট কোয়ালিফাই করলে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বয়স: জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপের পরীক্ষার বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি., শারীরিক প্রতিবন্ধী ও মেয়েরা বয়সে ৫ বছর ছাড় পাবেন। তবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই। এই পরীক্ষায় পাশ করলে সরাসরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন বা, মাসিক স্টাইপেন্ড নিয়ে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়ে পড়াশোনা চালাতে পারবেন। সফল হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরি। ফেলোশিপের জন্য যাঁরা এই পরীক্ষায় পাশ করবেন, তাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের যোগ্যতা পাবেন। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের পরীক্ষায় পাশ করলে জুনিয়র ফেলোশিপের যোগ্যতা পাবেন। প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই করবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এন.টি.এ.)। এই পরীক্ষা হবে ১ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতের এইসব কেন্দ্রে: পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা (সিটি কোড WB10), আসানসোল (সিটি কোড WB01), বর্ধমান (সিটি কোড WB02), দুর্গাপুর (সিটি কোড WB04), হুগলি (সিটি কোড WB06), হাওড়া (সিটি কোড WB07), কল্যাণী (সিটি কোড WB08), শিলিগুড়ি (সিটি কোড WB11), বাঁকুড়া (সিটি কোড WB16), মুর্শিদাবাদ (সিটি কোড WB21), পশ্চিম মেদিনীপুর (সিটি কোড WB13), পূর্ব মেদিনীপুর (সিটি কোড WB14), সিউড়ি (সিটি কোড WB22)। এই পরীক্ষায় থাকবে ২টি পত্র। প্রথম পেপারে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ে টেস্ট অফ রিজনিং এবিলিটি, রিডিং কমপ্রিহেনশন, ডাইভারজেন্ট থিঙ্কিং অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস। এই পেপারে মোট ৫০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। দ্বিতীয় পেপারে অবজেক্টিভ টাইপের ২০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। এই পেপারে মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ২ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় পেপারে সময় থাকবে ৩ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং নেই। পরীক্ষা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য ও সিলেবাস জানতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে www.ugc–netonline in কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন। টাকার কমছে ১০২ দ্বিতীয় পেপারের পরীক্ষা হবে এইসব বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়ে পোস্ট– গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন: অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, বাণিজ্য, শিক্ষা, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ, হোম সায়েন্স, গণ প্রশাসন, পপুলেশন স্টাডিজ, সঙ্গীত, ম্যানেজমেন্ট, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, উর্দু, আরবি, ইংলিশ, লিঙ্গুয়িস্টিক্স, আসামীজ, লেবার ওয়েলফেয়ার, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, লেবার ও সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, আইন, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফর্মেশন সায়েন্স, ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম, পারফর্মিং আর্ট–ডান্স/ ড্রামা /থিয়েটার, মিউজিওলজি ও কনজার্ভেশন, আর্কিওলজি, ক্রিমিনোলজি, কম্পারেটিভ লিটারেচার, উইমেন স্টাডিজ, ভিশ্যুয়াল আর্ট (ড্রয়িং ও পেন্টিং, স্কাল্পচার, গ্রাফিক্স, অ্যাপ্লায়েড আর্ট, হিস্ট্রি অফ আর্ট), কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, ফরেন্সিক সায়েন্স, সোশ্যাল মেডিসিন অ্যান্ড কমিউনিটি হেলথ, ভূগোল, হিস্ট্রি অফ আর্ট, অ্যাপ্লায়েড আর্ট, গ্রাফিক্স, ইলেক্ট্রনিক সায়েন্স, এনভায়রণ মেন্টাল সায়েন্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড এরিয়া স্টাডিজ, মানবাধিকার ও কর্তব্য, ট্যুরিজম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সান্তাড়। দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://ugcnet.nta.nic.in, https://www.nta.ac.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ২০০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৪ থেকে ৩০ কেবির মধ্যে) JPEG Format"এ স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন নম্বর নোট করে নেবেন। এবার স্ক্যান করা ফটো ও সিগনেচার আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,১৫০ (জেনাঃ ই.ডব্লু.এস. আর ও.বি.সি.দের বেলায় ৬০০, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ট্রান্সজেন্ডার ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ৩২৫) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন, ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করার পর সংশোধন করতে পারবেন ১২ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

স্টেট ব্যাঙ্কে ১৬৮ ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার – ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ার–ফায়ার) পদে ১৬৮ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ৪২টি (জেনাঃ ১৯, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ৩)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল): ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: ২৫টি (জেনাঃ ১৩, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইঞ্জিনিয়ার (ফায়ার): সেফটি অ্যান্ড ফায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফায়ার টেকনোলজি অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। নাগপুরের ফায়ার সার্ভিস কলেজ থেকে ফায়ারের বি.ই. কোর্স পাশরাও যোগ্য। ফায়ার সেফটির ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশরাও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : ১০১টি (জেনাঃ ৪২, ও.বি.সি. ২৬, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ১০)।

ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে। ১–১০–২০২৪"এর হিসাবে। তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে ৪৮,৪৮০–৮৫,৯২০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CRPD/SCO/2024–25/18. অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ার –ফায়ার) পদের বেলায় সরাসরি ইন্টারভিউ হবে।

অনলাইন টেস্টে ২২০ নম্বরের ১৭০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে টেস্ট অফ রিজনিং– ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, সিভিল ও ইলেক্ট্রিক্যাল সংক্রান্ত ১০০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন। পরীক্ষা হবে জানুয়ারিতে, কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। নেগেটিভ মার্কিং নেই। সফল হলে এরপর হবে–১০০ নম্বরের ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : https://bank.sbi/careers এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও–সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটেই পাবেন।

IDBI ব্যাঙ্কে ১০০ অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: আই.ডি.বি.আই. ব্যাঙ্ক অ্যাগ্রি অ্যাসেট অফিসার পদে ১০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, অ্যাগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারি সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং, ফুড সায়েন্স / টেকনোলজি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ফরেস্ট্রি, ডেয়ারি সায়েন্স, পিসিকালচার, অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি বা, সেরিকালচারের ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১০–১৯৯৯ থেকে ১–১০–২০০৪"এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৩৬,০০০–৬৩,৮৪০ টাকা। শূন্যপদ: ১০০টি (জেনাঃ ৪০, ই.ডব্লু.এস. ১০ ও.বি.সি. ২৬, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৯)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১, বধির প্রতিবন্ধী ১, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন টেস্ট হবে, ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) লজিক্যাল রিজনিং, ডাটা অ্যানালাইসিস, ইন্টারপ্রিটেশন–৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ–৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস / কম্পিউটার/আই.টি. –৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এছাড়াও পেশাগত জ্ঞানের ওপর ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। এছাড়াও পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, ভুবনেশ্বর, রাঁচী, গুয়াহাটি, নিউদিল্লি। প্রতিটি পার্টে কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা ইন্টারভিউ দিতে দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেন বা, বাস ভাড়া পাবেন। কল লেটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 10/2024–25. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.idbi.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো, সিগনেচার, থাম্ব ইমপ্রেশন আর হ্যান্ড রিটেন ডিক্লারেশন ২০০ ডি.পি.আই.তে স্ক্যান করে নেবেন। ডিক্লারেশনটি হল: I....... (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents, as and when required. প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০৫০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ২৫০) টাকা ডেবিট বা, ক্রেডিট কার্ড কিংবা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

মেষ রাশি : সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যয়। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করা প্রয়োজন। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মসূত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সূর্যদেবের পুজো করুন রবিবারে।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলক আগের চেয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। শারীরিক পীড়া নিয়ে উদ্বেগের আশঙ্কা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্রনাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে। সন্তানের খ্যাতিতে বিশেষ গর্বের বিষয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আয় হলেও ঋণ নিতে হতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। লটারি বা ফাটকায় বিনিয়োগ শ্রেয় নয়। ভ্রমণ সুখকর নয়। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ নারায়ণ মন্ত্র জপ করুন।

কর্কট রাশি : বায়ুপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়ে। অংশীদারী ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। পথ দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। ভাবাবেগের দরুণ কর্মে অন্যমনস্কতা। আর্থিক খ্যাতি, চুরি বা পকেটামারি হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সন্তান থেকে সুখ।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৩৩ বার ওঁ ভার্গায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিঘ্ন। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতবিরোধ বৃদ্ধি। সন্তানের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। রাস্তায় পথ চলার জন্য সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ দুর্গা চালিশা জপ করুন।

কন্যা রাশি : প্রিয়জনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় শুভ ফল লাভ। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসার সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। আয় হলেও ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি। অযাচিত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪৩ বার ওঁ কেতবে নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় হঠকারি সিদ্ধান্তে ক্ষতির কারণ হতে পারে। বন্ধু বান্ধব ও গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দূরে বদলির সম্ভাবনা। নানাক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী মাতার পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসা ক্ষেত্রের চেয়ে চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশ। বিবাহে বাধা। গুরুজন বা প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত হতে পারেন। সন্তানের থেকে সুখ বৃদ্ধি। সৃষ্টিশীল কর্মের জন্য কোথাও সম্মানিত হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রত্যহ গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : গাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা সফল হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। সন্তানের জেদের দরুণ মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। অযাচিত কারণে অন্য কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারেন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১০৮ বার নমঃ শিবায় জপ করুন।

মকর রাশি : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয়। উচ্চ স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে বাধা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমবে।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার 'ওঁ মন্দায় নম' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাশায়ী হতে পারেন। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক সমৃদ্ধি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতানৈক্য। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : ২১ বার ওঁ হনুমতে নম জপ করুন।

মীন রাশি : শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ। ব্যবসায়ে পুঁজি সাফল্য। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা অযাচিত কারণে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সাথে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক সাফল্য।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের খাবার খাওয়ান।

শব্দবার্তা ৩২১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সমান আকৃতিবিশিষ্ট ৩। এডিটর ৫। বিচারবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত, রায় ৭। শিব ৯। নিবিষ্ট, তন্ময় ১০। রাক্ষস।

উপর–নীচ

১। অনন্যগতি ২। অমৃতলাল বসুর ছদ্মনাম ৪। ভ্রমর ৬। মক্কার পবিত্র ৭। প্রয়োজন, উদ্দেশ্য ৮। ধমক।

সমাধান : ৩২০

পাশাপাশি : ১। অপবাদ ৪। রবিবাসর ৫। লশকর ৭। চিরসখা ৯। হাতকরাত ১০। নমস্কার।

উপরনীচ : ১। অনাবিল ২। দরবার ৩। অসমঞ্জস ৬। শহরতলি ৭। চিড়িতন ৮ খাকসার।

অর্থনীতি

বাজার কি সর্বকালীন রেকর্ড টপকাবে?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বাজারে যখন খারাপ খবর আসে তখন সবকিছু একবারে আসে। ইলেকশন রেজাল্টের দিন সেনসেক্স ৭০ হাজারে সর্বনিম্ন দাম তৈরি করেছিল এবং সেখান থেকে ৮৬ হাজার পর্যন্ত চলে যায়। তারপর একে একে ফরেন ইনস্টিটিউশনাল ফান্ড এর নিয়ম করে প্রত্যেকদিন বাজারে বিক্রি করা, মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি সর্বোপরি ইউক্রেন– রাশিয়াতে সার্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আমেরিকার নতুন বার্তা দেওয়া সবকিছুই শেয়ার মার্কেটকে রক্তাক্ত করেছে। তার নবতম সংযোজন ভারতের আদানি সংস্থার বিরুদ্ধে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ। আর এই সবকিছুর প্রভাবে প্রায় ৯০০০ পয়েন্ট সেনসেক্স পড়ে যায়। এই মুহূর্তে ৮০ হাজারের দোরগোড়ায়। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের মতে বাজার আরো নিচে নামার সম্ভাবনা রয়েছে তবে অন্যান্য বাজারের মত শেয়ারবাজারে পার্থক্য হচ্ছে বাজার যখন ডিসকাউন্টে কেনার সুযোগ দেয় তখন অন্যান্য বাজারে লোকে যেমন ঝাপিয়ে কিনতে যায় শেয়ার বাজারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে বিক্রি করতে শুরু করে।

আদানি গোষ্ঠীর দুটি কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজ এবং আদানি পোর্টস যেহেতু ইনডেক্সের অন্তর্গত তাই সামগ্রিকভাবে ইনডেক্স যথেষ্ট চাপে রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ আসছে বিদেশী বিনিয়োগ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে তবুও যে বিপুল সংখ্যক মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা আসছে সেটা বাজারকে যথেষ্ট শক্তি জোগাচ্ছে। না হলে এই ধরনের ঘটনা যদি অতীতে ঘটতো তাহলে শেয়ার বাজার যাকে বলে ধস নামা সেটা হত। আগামী কয়েক মাস বিশেষত্ব ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাজার একটা বড় রেঞ্জ করেই ঘুরবে এই সম্ভাবনা বেশি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমাগত শুল্ক হুমকি বাস্তবে কতটা কার্যকরী হবে সেটা জানুয়ারি মাসের পর থেকেই বোঝা যাবে। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এর ইনডেক্স নিফটি প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আগামী সপ্তাহে ২৪৮০০ লেভেলে বড় রেজিস্ট্যান্স রয়েছে এবং ২৩৫০০ লেভেলে ভালো সাপোর্ট রয়েছে, বড় কোনও ঘটনা না ঘটলে এই লেভেলের মধ্যেই বাজার বন্ধ হওয়া উচিত। যতক্ষণ না ভালো কোনও খবর আসছে ততক্ষণ প্রতিটি উঁচু লেভেলে গিয়ে বিক্রি করার প্রবণতার জন্য বাজার আবার নিচের দিকে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডলারের গুরুত্ব বাড়ার জন্য আইটি কোম্পানি গুলো ভালো মুভমেন্ট দিচ্ছে। এছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যাদের বলা হয় রক্ষাকর্তা সেই সব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভালো নিবেশ হচ্ছে। করোনা পরবর্তী সময় বাজারের যে একমুখী গতি সেটা দিক পরিবর্তন করেছে বলাই যেতে পারে কাজেই এখন নতুন করে যারা বিনিয়োগ করবে তাদের জন্য যথেষ্ট পড়াশুনা করে সব দিক লক্ষ্য রেখে তবেই ধীরে ধীরে বিনিয়োগ করা উচিত সেই জন্য মিউচুয়াল ফান্ডের এসআইপি খুব কার্যকরী হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালিতে সমাজ কল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাটার মোড়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ভয়াবহ ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানা এলাকায় বাটার মোড়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। শনি ও রবিবার ব্যাংক বন্ধ থাকার পর সোমবার ২৫ নভেম্বর সকালে ব্যাংক খোলার পর আধিকারিকরা দেখেন ব্যাংকের ভিতরে সমস্ত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং ভল্ট ভেঙে লুটপাট করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয় মহেশতলা থানায়। ঢিল ছোড়া দূরত্বে মহেশতলা থানা থেকে পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেন। ছুটে আসেন ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার এসপি রাহুল গোস্বামীও। ব্যাংকের সামনে ভিড় জমতে থাকে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ব্যাংক পরিষেবা। আতঙ্কিত মানুষরা জানতে চায় তাদের জমাকৃত টাকা সুরক্ষিত আছে তো। পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের বচসায় জড়িয়ে পড়েন। ব্যাংকের এক আধিকারিক গ্রাহকদের আশ্বস্ত করে বলেন, পাবলিক লকার সুরক্ষিত আছে। ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী ব্যাংক পরিদর্শন করার পর ব্যাংক আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। বিকালের দিকে ঘটনাস্থলে আসেন ডিআইজি প্রেসিডেন্ট রেঞ্জ আকাশ মাঘারিয়া। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমরা যা তথ্য পেয়েছি তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছি।

এলাকার সাধারণ মানুষদের প্রশ্ন, বাটার মোড়ের মতো জনবহুল এলাকায় এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনা ঘটল কী করে?

প্রসঙ্গত, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা চুরি গেছে ব্যাংক থেকে। তবে গ্রাহকের লকারে রাখা সোনার অলংকার সুরক্ষিত আছে কিনা কিংবা কতটা খোয়া গেছে তার হিসেব এখনো করে উঠতে পারেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা আরো জানতে পারছেন ব্যাংকের ভল্ট এবং আলমারি খোলা হয়েছিল চাবি দিয়েই। এবং ব্যাংকের পিছনের দিকে শাটারও খোলা হয় চাবি দিয়ে। এই চাবি ব্যাংকের দুই অফিসারের কাছে থাকে। কীভাবে চাবি হুবহু নকল করে ব্যাংকের লকার এবং আলমারি ও শাটার খোলা হল সে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তাহলে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত? এ প্রশ্ন পুলিশ এবং সিআইডিকে ভাবাচ্ছে। সিআইডি এবং পুলিশ ব্যাংক অফিসারদের দফায় দফায় জেরা করছেন। আরো কিছু তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ বা সিআইডি কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না।

রাজ্যে সারের কালোবাজারি নিয়ে সরব হলেন দিলীপ ঘোষ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : রাজ্যজুড়ে ব্যাপক হারে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি শুরু হওয়ায় ক্ষুব্ধ কৃষক সমাজ। প্রতিমুহূর্তে ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকায় কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপও বেড়েছে। এদিকে কৃষক সমাজের এই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে জনমত গঠনে ময়দানে নেমে পড়েছে একাধিক কৃষক সংগঠন সহ রাজনৈতিক দলগুলিও। এবার বিজেপির প্রথম সারির নেতা তথা প্রাক্তন সংসদ সদস্য দিলীপ ঘোষকেও এই ইস্যুতে সরব হতে দেখা গেল। তিনি দলীয় সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের কালনায় এসেছিলেন। একসময় তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে মন্তব্যও করেন। দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সার নিয়ে ব্ল্যাক হয় প্রত্যেকবার, বিশেষ করে চাষিরা যখন আলু লাগায় সবজি চাষ হয় এইসময়। কেন্দ্রীয় সরকার তো রেট বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে সারে। কিন্তু, এই রাজ্যে তো সবজিনিসে ব্ল্যাক হয় দুনম্বরি হয়। এখানে প্রত্যেকবার আলুর বীজ থেকে শুরু করে সার পর্যন্ত দুনম্বরি হয়। এখানকার রাজ্য সরকারের কোনও কন্ট্রোল নেই। এখানে সব জিনিসের দাম বেড়েছে। সব সবজির দাম বেশি। সেই নিয়ে মমতা ব্যানার্জি টাস্ক ফোর্স গঠন করে দিয়েছেন, প্রতিবারই করেন কিন্তু, কোনও সমাধান হয় না। তাই যে যা খুশি দাম নিচ্ছে আর চাষিদেরও কষ্ট হচ্ছে।' পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়েও রাজ্য সরকারকে বিঁধেছেন। একইসাথে তিনি পূর্ব বর্ধমানের গলসী ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র গোষ্ঠী কোন্দলের ঘটনা উপস্থাপন করে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি অবশ্য বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে মানতে চাননি। ডিএপি, ইউরিয়া, পটাস, নাইট্রোজেন প্রভৃতি রাসায়নিক সারের কালোবাজারি নিয়ে চাষিদের ক্ষোভ দীর্ঘদিনের। এসব সার সর্বত্র ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হওয়াটাই দস্তুর। কিন্তু, তা হয় না। চাষিদের অভিযোগ, সার কেনার বস্তাপিছু ৪০০–৫০০ টাকা বাড়তি দিতে হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সার কেনার পাকা বিলও দেওয়া হয় না। চাষিদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই কালোবাজারি রুখতে প্রশাসন তৎপর হলেও একশ্রেণির অসাধু সার বিক্রেতাদের দাপট কিন্তু অব্যাহত।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

লেভির ভয়ে চাষীরা ব্লকের ধারে ঘেসছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

লেভির আতঙ্ক আজ গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। জোতদাররা সিলভার টনিকের জোরে আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছেন। কিন্তু ছোট চাষীরা পড়লেন মহা ফাঁপরে। লেভির নোটিশ তারা এড়াতে পারছেন না। জমির পরিমান অনুসারে তাদের উপর লেভী ধার্য হয়েছে। আবার ব্লক থেকে সারের পারমিট নিয়ে আই আর এইট তাইচুন ধান চাষ করতে গেলেই পুনরায় তাদের উপর লেভীর নোটিশ পড়বে। আমন ধান ওঠার পর আমাদের জেলায় ছোট ছোট জাতের চাষীরা এই ধরণের ধান চাষ কয়েক বছর ধরে করে আসছে। রাসায়নিক সার এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। অথচ চাষীরা লেভীর ভয়ে ব্লক থেকে সারের পারমিট নিচ্ছে না। ফলে সার ডীলারদের ঘরে প্রচুর সার জমে যাচ্ছে। এই সুযোগে কিছু সংখ্যক অসাধু ডীলার কালোবাজারে সার বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা লুটছে। অবস্থা দেখেশুনে মনে হচ্ছে লেভী বসিয়ে ধান চাল আদায়ের সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। ধান চালের ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

৯ম বর্ষ, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩য় সংখ্যা

দুর্ঘটনা

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ৩ নম্বর চড়াবিদ্যা এলাকায়। দিলীপ সরদার নামে গুরুতর জখম ওই যুবক বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক এদিন রাতে নিজের বাড়িতে বিদ্যুতের তার জোড়ার কাজ করছিলেন। অসাবধানবসতঃ আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন ওই যুবক।পরিবারের লোকজন কোন প্রকারে ওই যুবককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই যুবক।

বজবজে আগুনে ভষ্মীভূত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি,বজ বজ : ২৫ নভেম্বর গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বুইতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শাঁকপুকুর মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১টি গৃহস্থ বাড়িতে হঠাৎই রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে। মুহূর্তের মধ্যে ওই সিলিন্ডার থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র। ওই এলাকায় ঘন বসতিপূর্ণ হওয়ায় বিভিন্ন বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুনে একাধিক বাড়ি ভষ্মীভূত হয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বজ বজ ফায়ার ব্রিগেডের আধিকারিকরা। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে আগুন আয়ত্তে আসে। তবে আগুন কীভাবে লাগল সে বিষয়ে বজবজ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

চোলাই মদের ঠেক ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা গঙ্গাসাগরে

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ২৬ নভেম্বর সন্ধ্যায় গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার অন্তর্গত গঙ্গাসাগর গ্রামে চোলাই মদ অভিযান চালাতে গিয়ে আক্রান্ত আবগারি সহ পুলিশ, উত্তপ্ত হয়ে যায় গোটা গ্রাম। অভিযোগ উত্তপ্ত চোলাই মদের ব্যবসায়ীরা মূহুর্তেই ভেঙ্গে ফেলেন পুলিশের গাড়ি, পরে চড়াও হন আবগার সহ পুলিশের উপর, শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, আক্রান্ত হন আবগারি দপ্তরের কর্মী সহ চোলাই মদ ব্যাবসায়ীদের বেশ কয়েকজন। তারা বর্তমানে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি লিখিতভাবে সাগর কোষ্টাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আবগারি দপ্তর। জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় বহুদিন ধরে চোলাই মদের কারবারের ফলে পরিবেশ সহ পড়ুয়াদের বহু ক্ষতি হচ্ছে, তাই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

বাসন্তীতে বাংলাদেশী যুবক গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : ২৬ নভেম্বর রাতে বাসন্তী এলাকায় বাসার শেখ নামে বাংলাদেশী এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার আমঝাড়া পঞ্চায়েতের তালদা এলাকায় রাতের অন্ধকারে ঘোরাফেরা করছিল ওই যুবক। সেই সময় বাসন্তী থানার পুলিশ টহল দিচ্ছিলেন এলাকায়। পুলিশ দেখে ওই যুবক দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও শেষে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় ধৃত যুবক স্বীকার করেছে বাংলাদেশে তার বাড়ি। ধৃত বাংলাদেশী যুবককে বাসন্তী থানার পুলিশের তরফে বুধবার আদালতে তোলা হয়। কিভাবে ভারতে প্রবেশ করল? কার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল? সে সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ক্রাইম ডেস্ক

পারিবারিক বিবাদে খুন ৫বছরের শিশু

সুব্রত মণ্ডল, গুপ্তিপাড়া : পারিবারিক বিবাদের জেরে প্রাণ গেল পাঁচ বছরের শিশু স্বর্নাভ সাহার। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়া বাধাগাছিতে। জানা গেছে গত শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ শিশুটি খেলতে যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বেরোয়, দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় বাড়ির মানুষ খোঁজাখুঁজি শুরু করে। কিন্তু তার কোনও হদিশ মেলে না। সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মাধ্যমে সেই খবর ও শিশুটির ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। গুপ্তিপাড়া পুলিশ পোস্ট ও বলাগড় থানায় জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে থানার বড়বাবু ও গুপ্তিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির আই সি ঘটনাস্থলে আসেন ও তদন্ত শুরু করেন। এলাকার বিভিন্ন সি সি টিভি ফুটেজ পরীক্ষা করেন ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি চালানো হয় কিন্তু কোনও হদিশ মেলে না। ক্রমশ জনতার ভিড় বাড়তে থাকে বেলায় পুলিশ কুকুর আসে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হুগলি গ্রামীণ, ডি এস পি ক্রাইম সহ অন্যান্য আধিকারিক রা উপস্থিত হন। কিন্তু শিশুটির সন্ধান মেলে না।

খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : এবার পণের জন্য নাবালিকা গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ দায়ের শশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় কুলতলি থানায় স্বামী সহ শশুর বাড়ির অন্যান্যদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ।এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে কুলতলি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ইস্রাফিলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।তাকে মঙ্গলবার কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। মৃতদেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানা এলাকার বাসিন্দা সুরাইয়া মোল্লার সঙ্গে কয়েক মাস আগে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় কুলতলির বাসিন্দা ইস্রাফিল পিয়াদারের। সুরাইয়া একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। ইস্রাফিলের বাড়ি কুলতুলি থানার পুর্ব রাধাবল্লভপুর এলাকায়। ১ মাস আগে সুরাইয়া স্কুল থেকে ফেরার সময় তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ইস্রাফিল এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। তাঁরা মেয়ের খোঁজ শুরু করলে জানতে পারেন তাঁরা বিয়ে করেছে।তাঁর পরে মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও লোকমুখে তাঁরা মেয়ের উপর অত্যাচারের কথা শোনেন। বাপের বাড়ি থেকে ২ লাখ টাকা নেওয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ দেওয়া হত ও অত্যাচার করা হত বলে ও অভিযোগ। সোমবার বিকেলে মেয়ে বিষ খেয়েছে বলে তাঁর বাবার ফোনে কেউ ফোন করে। খবর পেয়ে প্রথমে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি ও পরে জয়নগর কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে যান তাঁরা। পরিবারের দাবি মেয়েকে খুন করা হয়েছে।তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে। বারুইপুর এসডিপিও অতীশ বিশ্বাস মঙ্গলবার জানান, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ নভেম্বর ভোরে দেদোহা গ্রামের কাছে কয়লা সহ মোটরবাইক আটক করতেই পিছন থেকে একটি মোটরবাইক বক্রেশ্বর পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার বিশ্বনাথ মণ্ডলকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তিনি জখম অবস্থায় বর্তমানে দুর্গাপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পায়ের গোড়ালিতে চিঁড় ধরেছে, অপারেশন হবে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার ওসি তপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। মোটরবাইক আটক করেছে পুলিশ কিন্তু চালক পলাতক।

দত্তপুকুরে মদের আসরে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার দত্তপুকুরে মদের আসরে বউকে কটূক্তি করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে খুন করল এক ব্যক্তিকে। দত্তপুকুরে এক মিষ্টির দোকানে কর্মরত পরিতোষ পাণ্ডের দেহ সোমবার সকালে উদ্ধার করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পরিতোষের দেহের মাথায় এবং গলায় কাটা দাগ ছিল। তদন্ত করতে নেমে দেখা যায়, পরিতোষ যে মিষ্টির দোকানে কাজ করত সেই মিষ্টির দোকানে কর্মরত আরেক কর্মী সকাল থেকে নিখোঁজ। বর্ধমানের পূর্বস্থলী এলাকা থেকে এদিন রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তার নাম বিশ্বজিৎ দাস। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বিশ্বজিৎ জানিয়েছে আগের দিন রাতে তারা দুজনে একসঙ্গে পরিতোষের বাড়িতে মদ খাচ্ছিল। সেই সময় পরিতোষ বিশ্বজিতের বউ সম্পর্কে কটূ মন্তব্য করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মারধর করে এবং একই সঙ্গে বাড়ির বঁটি দিয়ে গলায় আঘাত করে ও লোহার রড দিয়ে মাথায়ও আঘাত করে। এরপর সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। লোহার রডটি স্থানীয় পুকুরে ফেলে দিয়েছে বলে জানায় বিশ্বজিৎ। তবে শুধু কি বউয়ের প্রতি কটূ মন্তব্য, নাকি টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনও জটিলতা, সমস্তটাই খতিয়ে দেখছে দত্তপুকুর থানা।

দাম বাড়লো মোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: শীত নেই, তাই জোগান নেই তাঁর ওপর এবারে কাঁচামালের দাম অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় জয়নগর বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা, তাই এবছর মোয়ার দাম বৃদ্ধি পেল। এখনো দেখা মিলছে না ভালো মানের নলেন গুড়ের। জয়নগরের মা কালী সুইটসের রাজেশ দাস বলেন, 'এবছর মোয়া তৈরির সাথে জড়িত সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে। এলাচের আগে দাম ছিল ২৭০০–৩০০০ টাকা, আর এখন দাম হয়েছে ৪৫০০–৪৮০০ টাকা। ঘিয়ের দাম প্রতি কিলোতে প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। চিনির দামও বেশ খানিকটা বেড়েছে। মোয়ার প্রধান উপাদান কনকচুড় ধানের খই দ্বিগুন হয়েছে। এছাড়া মোয়ার অলংকারণের জন্য ব্যবহৃত কাজু, কিসমিস,ক্ষীরের দাম ও প্রায় দেড়গুনের কাছাকাছি বেড়েছে। তাছাড়া গ্যাস সহ একাধিক জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলায় এবছর আমরা কিছুটা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছি। তবে মোয়ার গুনগত মান বজায় থাকবে।' বহড়ুর বীণাপানি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের গনেশ দাস বলেন, 'মোয়ার গুনগত মান বজায় রাখতে আমাদের কিছুটা দাম বাড়াতে হয়েছে।' কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের আগে আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কনকচুড় ধানের চাষে ক্ষতি হয়েছে এবং তাঁর কারণে কনকচুড় ধানের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় খই এর দাম বেড়েছে।

বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির বায়ো টয়লেট প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি,বলাগড় : পরিবেশ সচেতনতায় আবারো নতুন পদক্ষেপ বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির। হুগলী জেলা পরিষদের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার শ্রীপুর বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত ও গুপ্তিপাড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর হলো দুটি ভ্রাম্যমান বায়ো টয়লেট বাহন ।এদিন বেলা ১১ টা নাগাদ শ্রীপুর বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এর আওতাধীন কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে ভ্রাম্যমান বায়ো টয়লেট গাড়িটির শুভ উদ্বোধন করেন বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিখা মণ্ডল প্রামাণিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শম্ভু নাথ দাস।এছাড়াও এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নবীন গাঙ্গুলী সহ পঞ্চায়েতের সদস্য ও কর্মীরা।প্রসঙ্গত এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে ২০১৯ সাল থেকে ওই পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি স্বচ্ছ দূত পরিষেবা চালু হয় যা এখনও পর্যন্ত চালু রয়েছে। এই ভ্রাম্যমান বায়ো টয়লেট পরিষেবা চালু হওয়ায় উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে বলে আশাবাদী পরিবেশ কর্মীরা। অন্যদিকে গুপ্তিপাড়া–১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্য এস সি এস টি ওবিসি বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান ও বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি, বলাগড় পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল, প্রধান অলকা দাস, উপপ্রধান অরুণ দেবনাথ, উদ্যোগী পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ নাগ সহ অন্যান্য সদস্য সদস্যা ও কর্মীরা। বিশ্বজিৎ নাগ জানান গঙ্গার পাড় সৌন্দর্যয়ান ছাড়া এক গুচ্ছ পরিকল্পনা আছে যা বাস্তবায়িত হবার মুখে এটি পেয়ে আরও ব্যবস্থাপনার সুবিধা হল।

হাসপাতাল চত্বর থেকে উধাও টোটো

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : হাসপাতাল থেকে উধাও হল টোটো গাড়ি। সোমবার সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ইটখোলা পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ির মধুখালি গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক নস্কর।টোটো গাড়িতে চেপে সোমবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে এক আত্মীয়কে এনেছিলেন চোখ অপারেশন করানোর জন্য।হাসপাতাল চত্বরে টোটো গাড়ি রেখে টিকিট করার জন্য ভিতরে গিয়েছিলেন। অভিযোগ কয়েক মিনিট পর হাসপাতালের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় টোটো গাড়ি নেই। উধাও হয়ে গিয়েছে। খোঁজাখুঁজি করে টোটো গাড়ি না পেয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য বিগত দিনে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর সহ হাসপাতালের মধ্যে শিশু চুরি, রোগীর মোবাইল ফোন টাকা পয়সা চুরি ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিল।হাসপাতালের নিরাপত্তা কড়াকড়ি হতেই বন্ধ হয়েছিল চোরেদের উপদ্রব। হাসপাতাল চত্বরে আবারও চোরের উপদ্রব শুরু হওয়া রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজনদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সুন্দরবন পাখি উৎসবের আবেদন জমা নেওয়া শুরু হল

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ২০২৫ এর ২২ জানুয়ারি থেকে সুন্দরবনে শুরু হবে পাখি উৎসব। চলবে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত। ২৬ নভেম্বর থেকে আবেদন করার জন্য ২ ওয়েবসাইট প্রকাশ করলো বন দপ্তর।

উল্লেখ্য, প্রথমবার পাখি উৎসবের সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে বন দপ্তর জানিয়েছিলন, সুন্দরবনে ১৪৫ প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে। প্রথমবার ৩ দিন ধরে এই উৎসব চলেছিল। দ্বিতীয় বার সেই উৎসব চলে ৪দিন। বর্তমানে তৃতীয় বর্ষের এই উৎসব ৫দিন হবে বলেই জানিয়েছেন আধিকারীকরা। উল্লেখ্য প্রথম বছর ৬টি দলে ৩৪ জন পাখিপ্রেমী উৎসবে যোগদান করেছিলেন, দ্বিতীয় বছর ৮টি দলকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০২৫ এ ৬ টি দলের মোট ২৪ জনকে অনুমতি দেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সুত্রে জানা গিয়েছে। বন দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বার ৫০৬৫টি পাখির দেখা পেয়েছিলেন পাখি উৎসবে যোগদানকারীরা। এবার এই উৎসব বেশি দিন ধরে হবে। ফলে অনেক বেশি পাখির দর্শন মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বন দপ্তরের আধিকারীকরা।

উল্লেখ্য গত বছরের পাখি উৎসব থেকে বন দপ্তর বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাখিদের রক্ষার জন্য। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীতের মরশুমে যে সমস্ত পরিযায়ী পাখি সুন্দরবন এলাকায় আসে, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। যাতে কোনও ভাবেই কেউ পাখি শিকার না করে। সে দিকে কঠোরভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে বনদপ্তরের উদ্যোগে। শুধুমাত্র সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা নয়, আশপাশের লোকালয়গুলিতেও পাখিদের নিরাপত্তা বাড়াতে গ্রামবাসীদের সচেতন করার কাজ শুরু করেছে বনদপ্তর। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখর জানিয়েছেন, "গতবার পাখি উৎসবে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল। যার ফলে এবারও সুন্দরবনে পাখি উৎসব শুরু হবে। সমগ্র সুন্দরবন যাতে পাখিদের জন্য নিরাপদ স্থান হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। পাখিদের সংরক্ষণই এই উৎসবের মূল লক্ষ্য।" বনদপ্তর সুত্রের খবর, সুন্দরবনের পাখি উৎসবে যোগদানের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যাবে। যে ওয়েবসাইট এ আবেদন করতে হবে সেই সাইটটিও বনদপ্তর প্রকাশ করেছে। www.sundarbantigerreserve.org <http://www.sundarbantiger-reserve.org/> /sundarbanbird-festival @gmail.com <mailto: sundarban birdfestival@gmail.com> ওয়েবসাইট দু'টি মঙ্গলবার বিকাল থেকে খোলা হয় আবেদনকারীদের জন্য। আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে হলে মাথাপিছু খরচ প্রায় ১৫ হাজার টাকা, এছাড়াও ওয়েবসাইটে বিস্তারিত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফে।

পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি বিধানসভার একমাত্র বিজেপি চালিত পঞ্চায়েত রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত। আর যে পঞ্চায়েতে স্বজনপোষণ সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রায়দিঘি পঞ্চায়েত অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। মূলত তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি ২০২৩– ২৪ ও ২০২৪ – ২৫ অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত তহবিলে যে টাকা আয় ব্যয় হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ লিস্টটা চাওয়া হয়েছিল কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান তা দিতে পারেনি। এছাড়াও একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ও স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। দফায় দফায় চলতে থাকে বিক্ষোভ বিকাল গড়িয়ে রাত হয় পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে তখনো আটকে পঞ্চায়েত প্রধান।

দীর্ঘ সময় পঞ্চায়েতে আটকে থাকলেও পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করতে কোনও সহযোগিতা করেনি এমনই অভিযোগ করেন রায়দিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তবে পরবর্তী সময়ে ব্লক প্রশাসনের একটি টিম আসে বিক্ষোভকারী এবং পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলার পর খোলা হয় তালা। ৩দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করা হবে এমনও জানানো হয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন উঠছে বিজেপি চালিত পঞ্চায়েত হওয়াতে কি মিলল না পুলিশের সহযোগিতা দীর্ঘ সময় পঞ্চায়েতের মধ্যেই আটকে পড়ল প্রধান?

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৬ সংখ্যা, ৩০ নভেম্বর – ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪

পড়শীর শুভবুদ্ধি কাম্য

বাংলাদেশের সনাতনী সম্প্রদায়ের উপর ইউনুস প্রশাসনের বর্বরতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সোচ্চার হয়েছে। কমবেশি প্রায় সব রাজনৈতিক দল পদ্মাপারের অমানবিক আচরণের নিন্দা করেছে। ওদেশে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক রীতি নীতি অগ্রাহ্য করে যেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকারকে ধ্বংস করে চলেছে তা নিয়ে গঙ্গাপাড়েও ক্ষোভ-বিক্ষোভ আছড়ে পড়ছে।

বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য কখনই অন্যায়ের সঙ্গে আক্ষেপ না করা। প্রতিবেশীর বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়া বঙ্গ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। পাশের বাড়িতে ভয়ার্ত আত্মচিৎকার দেখেও নিশ্চিন্তমনে ঘুমিয়ে থাকার মানসিকতা এবাংলায় কোনও দিনই ছিল না। ইতিহাস সাক্ষী স্বাধীনতা আন্দোলনে অখণ্ড বাংলার অগ্রণী ভূমিকা। পশ্চিম পাকিস্থানের খান সেনারা যেদিন পূর্ব পাকিস্থানে লুটপাট, হত্যালীলা চালিয়ে ছিল সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে এপার বাংলা ছাপিয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে যে সে দেশের চলমান পরিস্থিতি সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সারা বিশ্ব দেখেছে 'মেধাবী ছাত্রদের' সেই সব অসভ্যতার দৃশ্য। 'স্বাধীনতা' লাভের নামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘরের জিনিসপত্র লুঠ করা, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের মূর্তি ভেঙে লজ্জাজনক অসম্মান করা এবং এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেল জয়ী ও জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি ভেঙে ফেলা। ছাত্র আন্দোলনের নামে মৌলবাদীদের তাণ্ডবে ধ্বংস হয়েছে একটি সাজানো দেশ।

ভারতের ওপর বহু ব্যাপারে নির্ভরশীল হওয়া স্বত্তেও ভারত বিরোধী জেহাদে সে দেশের নাগরিকরাও বিপন্ন হয়েছে। পূর্বতন নির্বাচিত সরকারের আধিকারিক ও ঘনিষ্টদের অনেককেই হত্যা করে প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখার দৃশ্য বিশ্ববাসী ভোলেনি। সম্প্রতি বৌদ্ধসম্প্রদায় ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। হিন্দুদের দেশছাড়া করে সম্প্রতি লুটপাঠ করার পুরোনো কৌশলে কট্টর মৌলবাদীরা শুধু মানবাধিকারেই নয়, নিজ ও পর ধর্মের মর্যাদা হানি করছে। ইউনুস সরকার ক্ষমতায় এসে কারারুদ্ধ দেশবিরোধী তিনশতাধিক অপরাধীদের মুক্ত করে এবং তারা ভারতের মধ্যে অশান্তির ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রয়াস করবে বলে জানায়। প্রতিবেশীর গৃহে আগুন লাগলে আশেপাশের পরিবেশ নিরাপদ হতে পারে না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও ভারতকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। নিরস্ত্র সনাতনী নেতাদের উগ্রপন্থী সাজানো কিংবা আইনজীবি হত্যার দায় সনাতনীদের ঘাড়ে দেওয়ার ঘৃণ্য কৌশল নিশ্চয় ব্যর্থ হবে আন্তর্জাতিক চাপের কাছে।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়ার মতো বৃহৎ শক্তিও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা। দেশের স্বার্থে এদেশের ধর্মীয় গুরু ও অহিন্দু মানুষকেও ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ করতে হবে বিশ্ব মানবতার স্বার্থে। মনে রাখতে হবে দিনের শেষে যে স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, স্বামী লাঞ্ছিত ও নিহত হচ্ছেন তারা এ পৃথিবীর মানব সন্তান। ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা এ অন্যায় কোনও ধর্মেই সহ্য করবেন না। শুভ বুদ্ধি উদয় হোক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

আত্মায় স্থিত হয়ে আমি ভুবন সৃষ্টির উদ্যোগ করি, আবার আমিই প্রলয় করে শান্ত-সমাহিত থাকি। ইন্দুপুত্রগণ এই ব্রহ্মভাবে নিশ্চল সমাধিস্থ হয়ে সুদীর্ঘ কাল অবস্থিত থাকলেন। কাল নিয়মে তাঁদের শরীর বিকৃত-বিগলিত হয়ে গেলেও তাঁদের সূক্ষ্ম দেহ আজ পর্যন্ত সমাধিস্থই আছে। সেই দশ ঐন্দব এখন ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে চিত্তাকাশে এক একটি, মোট দশটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাচ্ছে। আমি সেই দশটির মধ্যে একটি ব্রহ্মাণ্ডের সূর্যরূপে কর্মরত। ব্রহ্মা বললেন যখন দশটি ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে, তাহলে আমি আর নতুন করে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করি কেন? সূর্য বললেন, সৃষ্টিতে আপনার প্রয়োজন নেই, আপনি নিরীহ, কিন্তু সূর্যের প্রতিফলন যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনই সৃষ্টি স্বতঃই আপনাতে প্রকাশিত হয়। জগতের সৃষ্টি ও সংহার আপনার নিত্যকর্মের অন্তর্গত। তাই দর্পণ যেমন নিরাসক্ত ভাবে প্রতিবিম্ব ধারণ করে, আপনিও অনাসক্ত হয়ে জগৎ রচনা ও বিনাশ করুন। সূর্য্য বললেন, হে ঈশ্বর। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্মিত বস্তু সহজেই বিনাশ করা সম্ভব। কিন্তু চিত্তের দৃঢ়তায় নির্মিত যা, তা অন্য কেউই বহু আয়াসেও ধ্বংস করতে পারে না। দশজন সূর্যের চিত্ত-নির্মিত ঐ দশ সংসারকে কেউই বিনষ্ট করতে পারে না। জীবের মনে একবার যা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই উচ্ছেদ করতে পারে না। দেহাবসানেও সেই ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহে বদ্ধমূল ধারণা সংস্কাররূপে বজায় থাকে। তত্ত্বজ্ঞানেই একমাত্র সমস্ত সংস্কার এবং সংসার নির্মূল হয়। মনই জগতের কর্তা, এবং সমষ্টি মনই হিরণ্যগর্ভ। দেহ- ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃতকর্ম প্রকৃত কর্ম নয়, ইন্দ্রিয় কখনও তাই কর্মকর্তা হয় না। মনই প্রকৃত কর্মকর্তা। মনের ভাবনা প্রভাবে জীব বদ্ধ হয়, আবার মনের ভাবনা প্রভাবেই সেই জীব বন্ধনমুক্ত হয়। ইন্দুপুত্রগণ মনের ঐকান্তিক ভাবনার দ্বারা সংসারবিমুক্ত হয়ে ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত হয়েছেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

জানেন কি?

লোকাল ট্রেন বা এক্সপ্রেস বা ইন্টারসিটি বা মেমু, আমরা বিভিন্ন ধরনের হর্নের আওয়াজ শুনে থাকি, জানেন কি রেলের ১১ রকম হর্ন আছে, জেনে নিন

মহিলাদের ক্ষমতায়ন কীভাবে সম্ভব?

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

আমাদের দেশ তথা সমগ্র বিশ্বে নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। অথচ নারী আজও সমাজে, রাজনীতিতে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। আপনি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, সমাজের মাতব্বরদের অধিকাংশই পুরুষ এবং আজও অর্থ উপার্জনে পরিবারের পুরুষদেরই প্রাধান্য। যদিও আমাদের রাজ্য তথা দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্য নারীদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' (পশ্চিমবঙ্গ), 'সুভদ্রা যোজনা' (ওড়িশা), 'লাডলী বহনা যোজনা' (মধ্যপ্রদেশ), 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা' (দিল্লী), 'কালাইনার মাগালির উরিমাই থিটাম' (তামিলনাড়ু), 'জগনান্না আম্মাভোডি স্কীম' (অন্ধ্রপ্রদেশ), 'অরুণোদয় স্কীম' (আসাম) 'ইন্দিরা গান্ধী প্যারী বহনা সুখ সম্মাননিধি যোজনা' (তেলেঙ্গানা) ইত্যাদি বিভিন্ন যোজনা চালু করেছেন। আবার ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র সম্প্রতি নিজেদের রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মহিলাদের আর্থিক দিক থেকে ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে বহু ধরনের ডোল স্কীম ঘোষণা করেছেন। এসব কিছুই অবশ্য মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরেই অনুরূপ কিছু স্কীম রয়েছে। যেমন ধরুন 'স্বধর গৃহ স্কীম', 'উজ্জ্বলা যোজনা', 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা' ইত্যাদি। এছাড়া মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টী অ্যাক্ট যা কিনা আমাদের রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ নামে খ্যাত।

তবে রাজ্যগুলি ঘোষিত যোজনার সঙ্গে কেন্দ্রীয় যোজনার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আর সেটা হল রাজ্যের নির্মিত মহিলাদের জন্য স্কীমে মহিলাদের শারীরিক শ্রম দান করতে হয় না এবং তাতে মহিলাদের কোনওপ্রকার বিশেষ দক্ষতা বা ক্ষমতা অর্জিত হয় না। বরং সেখানে মহিলাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে অর্থনৈতিক কাজে বিমুখ করার একটা সূক্ষ্ম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আর এতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন এই সমস্ত স্কীমের ঘোষণা ও রূপায়নকারীরা, বেনিফিসিয়ারি নয়। কারণ মহিলারা পরিশ্রম না করেই অর্থ পেয়ে গেলে, আর কাজ করার প্রয়োজন থাকে কোথায়? নিজেদের বিলাস ব্যাসনে ওই এক্সট্রা টাকা খরচ করা যায়। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকমটা করে থাকেন মধ্যবিত্ত মহিলারা। তবে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা ওই অর্থ দিয়ে নিজের স্বামী-সন্তানের পোশাক, বই-পত্র ও বাচ্চাদের টিউশান

ফিসও দিয়ে থাকেন। সেই দিক থেকে দেখলে এর সদর্থক প্রভাব পড়ছে তাদের জীবনে ও মহিলাদের নিজেদের সংসারে।

অপরদিকে, কেন্দ্রীয় 'উজ্জ্বলা যোজনা'র মাধ্যমে মহিলাদের কাঠ, কয়লা, ঘুটে বা গাছের ডাল, পাতা, কেরোসিন ও খড় দিয়ে রান্না করায় যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয়, তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম (২৭ অক্টোবর, ২০২১) এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দূষিত কাঠ দিয়ে রান্নার ফলে বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৪০ লক্ষ লোক মারা যায়, যাদের অধিকাংশই হল মহিলা। জীবাশ্ম জ্বালানী ও কাঠ, গাছের পাতা, খড়, কেরোসিন ইত্যাদি দিয়ে রান্নার সময় যে ধুঁয়ো ওঠে, সেই বিষাক্ত ধুঁয়ো থেকে মায়েদের নিউমোনিয়া, ফুসফুসের ক্যান্সার, কাশি ইত্যাদির মতো নানাপ্রকার রোগ ব্যধি হয়ে থাকে। এতে মহিলাদের সঙ্গে বাড়ির বয়স্ক লোক ও শিশুরাও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়াও বায়ুদূষণ ও পরিবেশ দূষণও বৃদ্ধি পায়। এসবের হাত থেকে দরিদ্র মহিলাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা চালু করে। এর ফলে প্রায় ১০.৩৫ কোটি ১৮ বছরের উপরে মহিলারা যেমন ধরুন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মহিলারা, চা বাগানে বসবাসকারী 'উপজাতির মহিলা', বনে ও দ্বীপে বসবাসকারী মহিলারাও আবেদন করে বিনামূল্যে 'উজ্জ্বলা যোজনা' ২.০ এর অধীনে ২২০০ টাকা সহায়তা মূল্য পাচ্ছেন। এর সঙ্গে সমস্ত উপভোক্তারা প্রথম এলপিজি রিফিল এবং স্টোভ বিনামূল্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এতে একদিকে মহিলাদের ও বাড়ির সকলের স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি ঘটছে; তেমনি চিকিৎসার খরচ বেঁচে যাচ্ছে।

আর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্কীমের মাধ্যমে দেশের লিঙ্গ অনুপাতে সমতা আনয়নের প্রচেষ্টা রয়েছে। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার মাধ্যমে সমস্ত গর্ভবতী মহিলা ও ল্যাকটেটিং অর্থাৎ শিশুদের স্তন পান করান এমন মহিলাদের মেটারনিটি বেনিফিট দেওয়া হয় (অবশ্য যারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত নেই) এবং প্রথম শিশু প্রসবের সময় ৫০০০ টাকা প্রদান করা হয় মোট ৩টি কিস্তিতে। শুধু তাই নয়, জননী সুরক্ষা যোজনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক সন্তান প্রসবের পর একজন মহিলা গড়ে ৬০০০ টাকা পেয়ে থাকেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক প্রসবকে যেমন উৎসাহিত করা হয়; তেমনভাবে মা ও সন্তানদের (প্রসবকালে) জীবন বাঁচানোর এক মহান উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

এসব তো গেল সাধারণ মহিলা ও দরিদ্র মহিলাদের আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের কিছুটা স্বাবলম্বী বা ক্ষমতা প্রদান করার ব্যবস্থা। কিন্তু আপনি যদি একটু ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে মহিলাদের দান-খয়রাতি প্রদানের প্রতিযোগিতা চলছে, সেভাবে তাদের জনসংখ্যা অনুপাতে রাজ্যের বিধানসভায় ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দলগত দিক থেকে বা সরকারি তরফে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় না। এমনকী মিউনিলিপ্যালিটিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের জন্য আর তেমন কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না সেই ২০০৯ সালের শুরু থেকে। আবার দীর্ঘ তিন দশক ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানা ফন্দি-ফিকির ও টাল বাহানা করার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিগত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে সংরক্ষণের জন্য বিল পাশ করেছে বটে। তবে তা এখনই রূপায়ন হচ্ছে না। সে ব্যবস্থা চালু হতে এখনও প্রায় ১ দশক বাকি আছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ২০২৯ সালের পর ওই আইন দেশে লাগু হবে। এখন প্রশ্ন হল যদি ৭৩তম ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৯২) এক বছরের মধ্যে পাশ করানো যেতে পারে তবে ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইন (২০২৩) লাগু হতে এত বছর কেন লাগবে? আবার পৌরসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত ১১২তম সংশোধনী বিল (২৪৩টি অনুচ্ছেদ) ২৪.১১.২০০৯ সালে পার্লামেন্টে পেশ হওয়া সত্ত্বেও তা পাশ হতে কেন ১৬ বছর লাগবে? এখানেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলের চালাকি ও ভণ্ডামি আছে বৈকি! (চলবে)

ভোটের জয় কি আদর্শে?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে তৃণমূলের জয় তৃণমূল সরকারের প্রতি মানুষের ভরসার পরিচয় হিসেবে আবার প্রমাণ করল। তৃণমূল দল ও সরকারি প্রশাসনের মানুষজনের সততা ও কাজ সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে বলেই কি এই জয়? বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে তৃণমূলের চুরি, দুর্নীতি, হিংসা নিয়ে যতই সরগরম হোক তাতে তৃণমূলের একচুলও ভোটের পরিসংখ্যানে ক্ষয় হয়নি। যতই তার তর্ক বিতর্ক থাকুক। বাংলায় ভোট নামক অঙ্কের মেধাবী দল তৃণমূল। যতই কঠিন হোক না কেন তবুও সে প্রথম হবেই। ভোটমেধার খেতাব বাংলায় এখন শুধু তারই। আবার সেই মেধা বিকাশে তার পরিচর্যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এ বাংলার প্রতি ভোট সেই দাবিকেই মান্যতা দেয়।

হত্যা কাণ্ড সবই কি সাজানো ঘটনা? চাকরি দুর্নীতি থেকে হাঁসখালি এবং আর জি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা সবই সাজানো ঘটনা? তৃণমূলের এক নেতা সে কথাই বলেছেন যে আর জি কর কাণ্ড একটা সাজানো ঘটনা। এটা তিনি ঠিকই বলেছেন। কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিকল্পনা করে। তবে এই সাজানো ঘটনার সত্যতা চাপা দিতে তৃণমূল সরকারের প্রশাসনকে ষড়যন্ত্র করতে হল কেন? অথচ সাজানো ঘটনা প্রকাশ করাই তো প্রশাসনের কাজ। তাহলে কোনও মন্ত্রবলে কোন জাদুর স্পর্শে সত্যকে কোমায় পাঠানোর জন্য ষড়যন্ত্র করতে হল। তাই খুনের কিনারা হতে সময় লাগে। আসলে সময় লাগে তখনই যখন সত্যকে আড়াল করতে হয়। এই আড়ালের অভিযোগ আর জি কর কাণ্ডেও। তবে এই আড়ালে কখনো প্রশাসনিক আবার কখনো রাজনৈতিক আবার কখনো দুটোই হাত

এই উপ নির্বাচনের আগে আর জি কর কাণ্ডে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের ধর্ষণ ও খুনে বাংলা তথা দেশ তথা সারা পৃথিবীর মানুষ প্রতিবাদে পথে নেমেছে। তৃণমূল সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধের আগুনে মহিলা ডাক্তারের আত্মবলিদান বলে মানুষের কাছে পরিষ্কার হলেও, আইনের কাছে এখনও তা পরিষ্কার নয়। আসলে আইনের কাছে অস্বচ্ছভাবে প্রতিস্থাপন যে হয়েছে তা কিন্তু পরিষ্কার হলেও আইনের পথে তাকে আলোকিত করা এখনও যায়নি। তাই ভোটে তার প্রতিফলন হয়নি বলে তৃণমূল নিজেকে উন্নত সংস্কৃতির চূড়ামণি হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছে। তাই তাদের মতে রাজ্যে যা কিছু হিংসা, দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ সবই বিরোধীদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। সবকিছুই সাজানো ঘটনা বলে তারা ভোটের জয় দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে।

তৃণমূলের শাসনের প্রথমেই সারদা, নারদা থেকে সরকারি প্রকল্প থেকে কাটমানি, যা কিছু সবই কি সাজানো ঘটনা? কয়লা, বালি, গোরু পাচার সহ রেশন দুর্নীতি সবই সাজানো ঘটনা? বিরোধীশূণ্য প্রকল্পে ভোটে হিংসা থেকে বগটুই ধরাধরি করে চলে। এখানে রাজনৈতিক অবশ্যই শাসক দলীয়। আজকে এ রাজ্যে প্রশাসন আর এই রাজনীতি হাত ধরাধরি করে চলছে না বলে যতই গলাবাজি হোক না কেন, তা শুধু গলাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

শাসক রাজনীতি আর প্রশাসনের হাত ধরাধরি যখন নোংরায় পরিণত হয়, তখন এলাকায় এলাকায় ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে বগটুইয়ের ভাদু সেখ, আনারুল, সন্দেশখালির শাহজাহান, চোপড়ার জেসিবি, আড়িয়াদহের জয়ন্তর মতো নেতারা। গ্রামবাংলার কোণায় কোণায় এমন নেতাদের উপস্থিতি অতি সাধারণ নাগরিকের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা রাখে। প্রশাসন এদের হাতের পুতুল হয়ে থাকে। কোনও ব্যক্তিনেতা কিংবা দলের সম্পদ এরাই। এদের উত্থান আসলে রাজনীতি মানে করে-খাওয়ার মতো সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী নীতির ফসল, যা আজকের রাজনীতি কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই হয়তো বাংলায় হিংসা ও খুনের ঘটনায় রাজনীতির চাপানউতোরে কংগ্রেসের আমল ভালো ছিল, না সিপিএমের আমলে ভালো, নাকি তৃণমূলের এই আমল সব আমলের থেকে ভালো তার চর্চা যে যার নিজের মতো করে করছে। সব আমলের হিংসার ঘটনা, গণহত্যার মতো ঘটনা যখন তুলনা টেনে কোন আমল ভালো তার বিচার চলে তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিটা-যে কি তা মানুষের কাছে হারিয়ে যায়। যে-কৌশল ভোটে জেতার জন্য অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে সেখানেও মানুষের কাছে ভোট নামক শব্দের মানেটা হারিয়ে যাচ্ছে। আর এই কৌশলেই নেতারা-যে ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। এই ক্ষমতায় শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও একটা নিত্য দিনের ঘটনা। আসলে রাজনীতি বলতে এখানে সেই রাজনীতি নয়। রাজনীতির নামে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা। যেখানে অসম আয়ের বিপুল হাতছানি। তৃণমূল মানে এই উন্নয়নের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

শাসকদলের আশ্রিত ও পোষিত হলে তাদের কেস পুলিশ লঘু করে তাদের বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। এতদিন তোলাবাজির নানারূপ আর সিন্ডিকেট একপ্রকার সমার্থক হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আর আজকে রাজনৈতিক নেতারা সংস্কৃতির নামে অনেক কথা বলে চলেন কিন্তু তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে কলুষিত করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। প্রতিটি হিংসার ঘটনা শুধু নয়, ক্ষমতা রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপে তার ছাপ স্পষ্ট আজ। আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি আদর্শ বলে বস্তুটি থাকতো, তাহলে সমাজে এই অস্থিরতা কি দেখা যেত? দেখা যেত না। আসলে আজকের রাজনীতিতে আদর্শ বলে বস্তুটিই নেই। কিন্তু বিসমার্ক এ কথাটা কবেই বলেছেন। আসলে ক্ষমতা রাজনীতির পক্ষে তা বিচার করা আজ আর সম্ভব নয়। রাজনীতির আদর্শ তলানিতে বলে তথাকথিত কিছু ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার ও প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মীদের কিছু অংশ রাজনীতির আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে থ্রেট কালচারের শিকড়কে গভীরে নিয়ে গেছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ আর জি কর কাণ্ড। আসলে থ্রেটকারী, হত্যাকারীর যথার্থ বিচার না হলে এই থ্রেট কালচার সমাজের শিরায় শিরায় বাহিত হবে। কোন আইন এ জিনিস বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট নয়, যদি না রাজনৈতিক আদর্শ উন্নত হয়। এই উন্নত রাজনীতির কর্মকাণ্ড কি আমরা আজ কোনও রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি? শাসক দলের আদর্শহীনতা, বিশেষ করে এ রাজ্যে তৃণমূলের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। ভোটে জিতলেই মানুষের সমর্থন আছে সে কথার আক্ষরিক অর্থ থাকলেও, তার গোপন কৌশলে কোনও আদর্শ বেঁচে থাকে না। আদর্শের পথে ক্ষমতা দখল বলে কোনও কথা হতে পারে না আজ। ক্ষমতা মানে ভ্রষ্টাচার—এখন এটাই রাজনৈতিকভাবে প্রমাণিত বলাটা কি খুব বাড়াবাড়ি হয়?

দেশ দেশান্তরে

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা ও ভূমিধস

সুমন্ত ভৌমিক

ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা প্রদেশের কয়েকটি স্থানে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের পর সোমবার থেকে অন্তত ২৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ভূমিধসের পর কাদায় চাপা পড়া একটি মিনিবাস সহ অনেক যানবাহনে আটকে পড়া যাত্রীদের সন্ধান চলছে। এছাড়া ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলো পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় বহু ঘরবাড়ি ও ধানক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে প্রাদেশিক রাজধানী মেদানেও বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা জানিয়েছে, গত সপ্তাহ থেকে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে চারটি ভিন্ন জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। উত্তর সুমাত্রা পুলিশের মুখপাত্র হাদি ওয়াহিউদি জানিয়েছেন, ডেলি সেরদাং-এর একটি গ্রামে ভূমিধসে সাতজন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। তিনি আর জানান, উদ্ধারকারীরা এর আগে পাহাড়ি এলাকার রাস্তায় মাটি ধসে আটকা পড়া মিনিবাস এবং অন্যান্য যানবাহনে আটকে পড়া ব্যক্তিদের সন্ধান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়। অন্যান্য জায়গায় উদ্ধারকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে ২০ জনকে মৃত অবস্থায় খুঁজে পেয়েছেন।

ইসরায়েলকে আরও অস্ত্র দিচ্ছে বাইডেন প্রশাসন

ইসরায়েলের কাছে আরও ৬৮ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রির প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। এমন সময় এই অস্ত্র বিক্রির অনুমোদন দেওয়া হল যখন বাইডেন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছে। অস্ত্রের এই প্যাকেজ চূড়ান্ত করা নিয়ে কয়েক মাস ধরে কাজ চলছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কমিটি এটি যাচাই-বাছাই করে এবং আরও বিস্তারিত পরিসরে পর্যালোচনার জন্য অক্টোবর মাসে তা জমা দেয়। বাইডেন প্রশাসন প্যাকেজটির প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে বলে জানা যায়। অস্ত্র বিক্রির এই সময়টি মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্র অবস্থান তুলে ধরেছে। দেশটি এক দিনে যুদ্ধবিরতির আলোচনা এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করছে, অন্যদিকে ইসরায়েলের কাছে কয়েকশো কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করছে।

ইসরায়েল ও লেবাননের হিজবুল্লাহ গোষ্ঠীর মধ্যে বাইডেনের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দেওয়ার পরদিন গত বুধবার এই অস্ত্র বিক্রি চুক্তির খবর আসে। ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যেও একই ধরনের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌছাতে নতুন করে চেষ্টা চালানরও অঙ্গীকার করেছেন তিনি। যদিও বাইডেন অনেকবার এ ধরনের অঙ্গীকার করেছিলেন কিন্তু তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বশেষ এই অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে কয়েকশো বোমা ও সাধারণ বোমাকে লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে হামলার উপযোগী করে তোলার কয়েক হাজার সরঞ্জাম। তবে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ খবর নিশ্চিত করা হয়নি। ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিন ও লেবাননে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন।

নাবালকদের সামাজিক মাধ্যমে না অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি

বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার সহজ হওয়ার ফলে ৮ থেকে ৮০ প্রায় সকলেই এখন সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার শুরু করেছেন। বিশেষ করে কম বয়সী পড়ুয়াদের মধ্যে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তবে অস্ট্রেলিয়া সরকারের নতুন আইন অনুযায়ী ১৬ বছর বয়সের কম বয়সী কেউই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবে না। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম সহ প্রচলিত সব রকমের সামাজিক মাধ্যমের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। বিশ্বের প্রথমবার কোন দেশ সামাজিক মাধ্যমের বিরুদ্ধে এমন একটি আইন পাস করল। এই আইন অনুসারে আগামী দিনে ১৬ বছরের কম বয়সী কাউকে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করতে দেখা গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ছোটরা যাতে সামাজিক মাধ্যমে একাউন্ট খুলতে না পারে তার দিকে নজর দিতে হবে খোদ সামাজিক মাধ্যমের সংস্থাগুলিকে। তারা যদি এ কাজ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে অস্ট্রেলিয়া সরকার মোটা টাকার ফাইন বসাবে সামাজিক মাধ্যম সংস্থগুলোর উপর। এই বিল বুধবার অস্ট্রেলিয়ার সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। সিনেটে এই বিলের পক্ষে ভোট পড়েছে ৩৮ টি এবং বিপক্ষে ১৯ টি। হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্সের দিক থেকে ১০২ টি ভোট এবং বিপক্ষে ১৩ ভোট পড়েছে। তবে দেশের শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিটির তরফ থেকে এই বিলের বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু দেশের ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষ শিশুদের জন্য সামাজিক মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার পক্ষে। অস্ট্রেলিয়া সরকার এই আইন আনাতে খুশি নন সামাজিক মাধ্যমএর কর্মকর্তারা। তাদের মতে এভাবে অস্ট্রেলিয়ার সরকার ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করছে। পাল্টা অস্ট্রেলিয়া সরকার জানিয়েছে, শিশুদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সতীপীঠ অট্টহাস মন্দির থেকে সরকারি বাস পরিষেবা

অমিত মুখার্জি, কেতুগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত সতীপীঠ অট্টহাস মন্দির থেকে কোলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত সরাসরি যাওয়া ও আসার জন্য সরকারী বাস পরিষেবা চালু হল বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। শুভ উদ্বোধন করেন কেতুগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক সেখ শাহনাওয়াজ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এসবিএসটিসি) চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, সংস্থার দুর্গাপুর ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার সহ অন্যান্য সব আধিকারিকগণ। এসবিএসটিসির বর্ধমান ডিপোর ইনচার্জ সচ্চিদানন্দ হাজরা এদিন জানান, সতীপীঠ অট্টহাস মন্দির থেকে প্রতিদিন ভোর ৫:০৫ নাগাদ বাসটা ছেড়ে ভায়া ফুঁটিসাঁকো, বর্ধমান হয়ে কোলকাতা পৌঁছাবে এবং কোলকাতার ধর্মতলা থেকে বাসটা ছাড়বে প্রতিদিন বিকেল ৪টের সময়। কেতুগ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামগুলির সঙ্গে কোলকাতা মহানগরীর যোগাযোগ স্থাপন হল। নিরোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কার্তিক ঘোষ এদিন বলেন, বাসটি চালু হওয়ার ফলে খুবই উপকৃত হবে এলাকার অসংখ্য মানুষজন, প্রতিদিন অনেক মানুষ চিকিৎসার কাজে, ব্যবসার কাজে ও অফিসের কাজে এই এলাকা থেকে যাতায়াত করেন কোলকাতায়। সতীপীঠ অট্টহাস মন্দিরের মহারাজ শ্রী সেবক রামজী জানান, কোলকাতার বহু ভক্ত এই সতীপীঠ অট্টহাস মন্দিরে আসেন প্রতিদিন, তারাও খুব উপকৃত হবেন।

সংবিধান দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস পালিত হল নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ, নেহেরু যুব কেন্দ্র, কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ এবং সশস্ত্র সীমা বল, কলকাতার সঙ্গে। ডক্টর বি.আর. আম্বেদকারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি জাকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং প্রস্তাবনা পাঠ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অনুপ সাহা। সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এনএসএসের আঞ্চলিক পরিচালক বিনয় কুমার, সশস্ত্র সীমা বালের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট মনোজ কুমার রাম এবং এনওয়াইকেএস পশ্চিমবঙ্গ–এর রাজ্য পরিচালক, অশোক সাহা। অনুপ সাহা সমাজের যুবকদের স্বাগত জানান এবং সংবিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে তার মতামত প্রদান করেন। এরপর কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তের যুবকদের অংশগ্রহণে রুবির এসএসবি অফিস থেকে একটি পদযাত্রা শুরু হয়।

বজবজ ৯ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরেও বজবজ ৯ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এবং পৌরপ্রধান গৌতম দাসগুপ্তের সহযোগিতায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এবং দুস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো। এবছর এই অনুষ্ঠান ২৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ বিধানসভার বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল দাস, জেলা পরিষদ সদস্য শংকর ঘোষাল, বজবজ টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক সাউ, কৌশিক রায় সহ বজবজ পৌরসভার প্রতিটি কাউন্সিলর বৃন্দ সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রায় ৫০০ এর ও বেশি মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এবং প্রায় ৫০ এরও বেশি ছাত্রছাত্রীদের হাতে সংবর্ধনা তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

বেহাল কৈখালী ফ্লাড সেন্টার

প্রথম পাতার পর

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যখন এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং প্রশাসনের নির্দেশ মত তাঁরা যখন নদীর পার্শ্ববর্তী মাটির বাড়ি ছেড়ে ফ্লাড সেন্টারে আশ্রয় নিতে আসে ঠিক তখনই কুলতলির গোপালগঞ্জে বেহাল চিত্রটি ধরা পড়ে। এই ফ্ল্যাড সেন্টারের পাশেই রয়েছে কুলতলি গোপালগঞ্জ বি কে আর এম হাইস্কুল,আর সেই স্কুলেই আশ্রয় নেয় গ্রামবাসীরা কারণ দীর্ঘদিন ধরে ফ্ল্যাড সেন্টারের বেহাল দশা।ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে কুলতলি ব্লকে ৭ টি ফ্লাড সেন্টার ও বেশ কয়েক টি স্কুল খুলে রাখা হয় কোন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়। এ বিষয়ে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল দ্রুত কৈখালি ফ্লাড সেন্টারটির মেরামত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নেতরার বেহাল পাঠাগার পরিদর্শন

প্রথম পাতার পর

প্রথমত আমাদের পাঠাগারের একটি কমিটি তৈরি করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। বিধায়কের কাছ থেকে দুজনের নাম নিতে হবে কমিটির জন্য। তারপর আমাদের পাঠাগারের অ্যাকাউন্টটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে ওটাও ঠিক করতে হবে। তারপর পাঠাগার নতুন করে তৈরি করার জন্য জেলা গ্রন্থ আধিকারিকের সঙ্গে আমরা দেখা করব। কারণ ২ লক্ষ টাকায় নতুন করে পাঠাগার নির্মাণ সম্ভব নয় আরো অর্থের প্রয়োজন আছে।

যাতায়াতের মাধ্যম বাঁশের সাঁকো

প্রথম পাতার পর

দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রামপঞ্চায়েতের জোপলাই ও দেবীপুরের গ্রামবাসীরা। তারা আরও বলেন, আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে হিংলো নদী। বর্ষাকাল এলেই আমাদের বুক দুরুদুরু করে। বর্হিজগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি আমরা। যোগাযোগ বলতে হিংলো নদীর উপর বাঁশের ফরাস(সাঁকো)। সেই ফরাসই আমাদের চাষাবাদ, স্কুল–কলেজ, হাসপাতাল ও হাটবাজার করার একমাত্র অবলম্বন। আমাদের মানুষ বলে কেউ মনেই করে না। দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, আগেও বিধানসভা অধিবেশনে বলেছিলাম আবারও আগামী বিধানসভা অধিবেশনে বিষয়টা উপস্থাপন করবো। জেলায় সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এসেছিলেন তখন বলেছিলাম। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের মতো অজয় ও হিংলো নদীর মাস্টারপ্ল্যান করে ব্রীজ করা প্রয়োজন। দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজা আদককে ফোন করা হলে ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। সিপিএম নেতা শীতল বাউড়ী বলেন, এই দাবিতে একাধিকবার ব্লক ও জেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত হিংলো নদীর ব্রীজ হয়নি।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল প্রাক্তনীদের বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: 'একটি গাছ একটি প্রাণ', পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছের অনেকখানি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেনের যোগান দিতে গাছের ভূমিকা অপরিসীম। তবে বর্তমানে জনসংখ্যা বাড়ছে, শহরের পরিধি বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম, সংখ্যা কমছে গাছের। পরিবেশবিদদের মতামত অনুসারে সেই কারণেই বাড়ছে গরম। ২৬ নভেম্বর সকালে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল ১৯৭৮ ব্যাচের তরফ থেকে শিলিগুড়ির কলেজ পাড়ার সংলগ্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হল। এই প্রসঙ্গে তারা জানিয়েছেন আগামীতেও তারা এই কর্মসূচি চালাবেন। শুধু বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নয়, পরবর্তীতে গাছগুলিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণও করবেন তারা।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

শীত শুরু হতেই খেজুর রসের খোঁজে শিউলিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রকৃত পক্ষে শীতের শুরু ডিসেম্বর–ফেব্রুয়ারী। শীত পড়লেই নানান ধরনের খাবার খাওয়া ও ভ্রমণের বাসনা জেগে ওঠে প্রতি বাঙালির ঘরে ঘরে।তাই শীত শুরু হতেই রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিখ্যাত 'জয়নগরের মোয়া' র বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। জয়নগরের বিখ্যাত সেই মোয়া তৈরী হয় জয়নগর লাগোয়া বহড়ুতে। একদিকে নলেন গুড়ের স্বাদ আর অন্যদিকে সম্মান। এই দুয়ের উপর ভরসা করে রাজ্য সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে "জয়নগরের মোয়ার " ঐতিহ্য।

নলেন গুড় আসলে খেজুর গাছের রস ফুটিয়ে তৈরি করা হয়।শীতের শুরুতেই গ্রামের শিউলিরা বিভিন্ন খেজুর গাছ পরিষ্কার করে প্রথম খেজুর রস সংগ্রহ করে তারপর আগুনে ফুটিয়ে নলেন গুড় তৈরি করেন।সুগন্ধ যুক্ত সুস্বাদু এই নলেন গুড় আর সুগন্ধ কনকচূড় ধানের খই সহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি হয় জয়নগরের মোয়া। শীতের সময় পিঠে, পুলি, পায়েস, পাটালী, সন্দেশ, রসগোল্লা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে নলেন গুড়ের অপরিসীম চাহিদা। তাই শীতের আবহ শুরু হতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের শিউলিরা বেরিয়ে পড়েন খেজুর গাছের সন্ধানে। জয়নগরের বহড়ু এলাকার প্রবীণ শিউলী অনন্ত সরদার জানান 'বর্তমানে দেশ সহ দেশের বাইরেও নলেন গুড় এবং জয়নগরের মোয়ার ঐতিহ্যের কদর রয়েছে ব্যাপক হারে। সেই তুলনায় খেজুর গাছের সংখ্যা খুবই কম। তিনি আরো বলেন এই ঐতিহ্য বাংলাকে ধরে রাখতে হলে অবশ্যই খেজুর গাছ লাগিয়ে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন না হলে অচিরে নলেন গুড়ের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যাবে'। অন্যদিকে, শীতের শুরুতেই সুদূর মেদিনীপুর জেলার বেশকিছু শিউলি ক্যানিং, জয়নগর, বারুইপুর, গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা এলাকায় ঘাঁটি গেড়েছেন খেঁজুর গাছের রস সংগ্রহের জন্য। শিউলিদের দাবি ঠান্ডা ঠিকঠাক না পড়লে রসের জোগানে ভাটা পড়বে।আমরা চাই শীতের মরশুমে সঠিক মাত্রায় শীত পড়লে খেজুর রস সংগ্রহে কোন অসুবিধা হবে না।

অন্যদিকে, কুলতলির এক শিউলি দুলাল দাস জানিয়েছেন,শীতের আবহ শুরু হয়েছে।আর সেই কারণে খেজুরগাছ পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছি।কারণ সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে পরিচর্যা না করলে খেজুর রস পাওয়া যাবেনা। তবে চলতি বছর যা আবহাওয়া রয়েছে তাতে করে শীত ভালোরকম পড়বে। আর শীত যত বেশি হবে তত বেশি খেজুর রস উৎপাদন হবে।'

বাওয়ালিতে গণ কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরজি করের অভয়ার ন্যায়বিচার, নারী সমাজের সার্বিক নিরাপত্তার দাবিতে, সমাজে ভয়ের পরিবেশ দূর করতে ও মাদকদ্রব্য প্রসারের বিরুদ্ধে বাওয়ালিতে সমাজের বিভিন্নস্তরের নাগরিকদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ভিলায় ২৪ নভেম্বর গণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যানগর মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক দেবপ্রসাদ জানা। প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডাঃ অঙ্কুশ ঘোষ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক অনিল কুমার মণ্ডল, অধ্যক্ষ উত্তম মণ্ডল, ডাঃ সুকুমার দাস, ডাঃ তুফান বেরা প্রমুখ। কয়েকজন আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন। কনভেনশনে সর্বসম্মতিক্রমে ২২ জনের উপদেষ্টা মণ্ডলী ও ২১ জনের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশন পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক কর্মী শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলী ও কবি বসন্ত পরামানিক।

মূর্খতা ও ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়াল বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

করা কতটা মূর্খতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অপরাধ তা বোঝার মত সামান্য যোগ্যতা ইউনুসের তথাকথিত সরকারের কর্তাব্যক্তিদের যে নেই তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

আমরা জানি না, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা একটি জাতির অধঃপতনের শেষ কোথায়? তবে ইউনুসের অনুগামী মৌলবাদী ও প্রগতিবিরোধী শক্তি লাখো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রক্তে অর্জিত ত্রিবর্ণখচিত ভারতের জাতীয় পতাকাকে চূড়ান্ত অবমাননার এই দুঃসাহস আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের আপামর জনগণকে এ বিষয়ে সোচ্চার হওয়া যেমন জরুরি তেমনি ভারত সরকারকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক জাতীয় পতাকার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় সব রকম কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি অবিভক্ত ভারতের লাখো স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদাকে এভাবে পদদলিত করার প্রতীকার না করলে আমরা তাদের উত্তরাধিকার দাবির অধিকারও হারিয়ে ফেলবো।

দীর্ঘদিন বন্ধ ক্ষুদিরাম পাঠাগার

প্রথম পাতার পর

তারপর থেকে বারবার আলিপুরে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক কে বলা হয়েছে এখানে লাইবেরীয়ান বা কর্মচারী দিন। কেউ কর্ণপাত করেনি এ ব্যাপারে। সেই থেকেই গ্রন্থাগারটি তালা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। গ্রন্থাগারের মধ্যে প্রায় হাজার পাঁচেক বইও আছে। সেই বইগুলোর কি অবস্থা আমরা জানিনা। যেহেতু সরকারি কোন প্রতিনিধি নেই তাই আমিও চাবি খুলতে পারছি না। সরকার যদি পুনরায় এই পাঠাগারটিকে চালু করে তাহলে এলাকার পাঠকরা পরিষেবা পাবেন।

প্রসঙ্গত কিছুদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৪০ জন লাইব্রেরীয়ান ও কর্মচারী নেওয়া হয়েছে। তাহলে তাদের মধ্যে থেকে কাউকে এই পাঠাগারের চার্জে দেওয়া হল না কেন বা হচ্ছে না কেন উঠছে এই প্রশ্ন।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লকের বিডিও সুবর্ণা মজুমদার জানালেন, 'ওই এলাকাটি আমার ব্লকের মধ্যে পড়ে না। ওটা কলকাতা পুরসভার মধ্যে পড়ে। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখলাম এই পাঠাগারটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রন্থাগার দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত।' এই প্রসঙ্গে জেলার যিনি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল জানান, বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। যদি ওখানকার বাসিন্দারা আমাকে পুরো বিষয়টি জানিয়ে আবেদন করে তাহলে প্রশাসন অবশ্যই তৎপর হবে।

ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মিছিল

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: শ্রমকোড বাতিল করে শ্রমিকের অর্জিত অধিকার ফিরিয়ে দাও। কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে।

দেশ জুড়ে শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্ক থেকে মিছিল ও অবস্থানের সমর্থনে – ২৫ নভেম্বর সকাল ১০ টা থেকে এআইটিইউসি' এর উদ্যোগে শিলিগুড়ি নয়াবাজার – মহাবীর স্থানে প্রচার সভা এবং মিছিল সংগঠিত হয়। এই দিনের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সুরিন্দর রায়, উমেশ শর্মা, মনোতোষ ব্যাপারী, মহঃ ফুলো, পঙ্কজ পালোয়ান প্রমুখ নেতৃত্ব বৃন্দ। বক্তব্য রাখেন সুব্রত রক্ষিত, কৌশিক ঘোষ ও পার্থ মৈত্র প্রমুখ।

বাজারে তরুলির কদর বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, পটল, ঢেঁড়শের পাশাপাশি গ্রাম থেকে শহরের বাজারে শোভা পায় তরুলি। তরুলি বা তুরুলি। কেউ বলে কুদরি বা কুদলি। কেউ বলে বমি। নাম যাই হোক। তরুলি এক হালকা টক মিশ্রিত সুস্বাদু সবজি। তেলাকুচার মতো দেখতে। সবুজ রং।।তরুলি আলুর সাথে ভেজে খেতে ভালো। খাওয়া যায় ঝোলে। কেউ খায় ভাতে। লতানে এই গাছটি গ্রামের পান বরোজ বা ডাঙার ডালপালায় আপনমনেই শোভা পেত। এতদিন তরুলি সবজিটা ছিল অজান্তে। এখন চাষ হয়েছে উন্নত।তরুলি চাষ এখন দেখা যায় জমিতে জমিতে মাঁচা বেঁধে। হাওড়া হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার কৃষকরা তরুলি চাষে দিশা দেখছে।খরচ কম,লাভ বেশি।

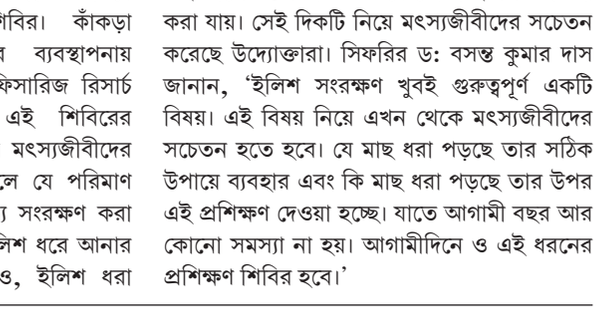

তরুলি চাষের জন্য লাগে তরুলির আল বা কাণ্ড। বর্ষার আগে বসাতে হয় এই আল বা কাণ্ড। এখন জমিতে মাচা বেঁধে চাষ হয়। একবার মাচা বাঁধলে দু'বার চাষ করা যায়। এই চাষে জল কম লাগে। সার ও কীটনাশক লাগে কম। ঠিকমতো পরিচর্যা করলে এক দেড় মাসেই পাওয়া যায় ফল। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কৃষক বিকাশ পাত্রর কথায়, তরুলি বালিযুক্ত এঁটেল মাটিতে ভালো ফলে। তরুলির পুষ্টিগুণ ভালো। এতে আছে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি। খাদ্যের রুচি পাল্টাতে তরুলিকে স্বাগত। মানুষ এখন পটল, ঢেঁড়স ফেলে খায় তরুলি। লাভ বেশি। কৃষকের মুখে স্বস্তির হাসি। তাই তরুলি–র কদর বেড়েছে বাজারে।

মৎস্যজীবিদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ইলিশ সংরক্ষণ বিষয়ে ডায়মন্ডহারবারে মৎস্যজীবীদের নিয়ে আয়োজিত হল সচেতনতা শিবির। কাঁকড়া মশাট অয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট(সিফরির) উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবছর ইলিশ মৎস্যজীবীদের জালে কম পরিমাণে এসেছে, ফলে যে পরিমাণ ইলিশ এসেছে তা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত বলে মনে করছেন তাঁরা। ইলিশ ধরে আনার পর সেগুলি সংরক্ষণ করা ছাড়াও, ইলিশ ধরা জালের ব্যবহার নিয়ে গুরুত্ব দিয়েছে উদ্যোক্তারা। এই জালের উপর নির্ভর করে খোকা ইলিশ ধরা বন্ধ করা যায়। সেই দিকটি নিয়ে মৎস্যজীবীদের সচেতন করেছে উদ্যোক্তারা। সিফরির ড: বসন্ত কুমার দাস জানান, 'ইলিশ সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই বিষয় নিয়ে এখন থেকে মৎস্যজীবীদের সচেতন হতে হবে। যে মাছ ধরা পড়ছে তার সঠিক উপায়ে ব্যবহার এবং কি মাছ ধরা পড়ছে তার উপর এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে আগামী বছর আর কোনো সমস্যা না হয়। আগামীদিনে ও এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির হবে।'

ড্রেনেজ বা জলের সংযোগ ছাড়া ফ্ল্যাটে বসবাস আইনবিরুদ্ধ

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নতুন বিল্ডিং তৈরির প্ল্যান পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই প্রেমিসেসের পুরনো ড্রেনেজ এবং পানীয় জলের কানেকশন কেটে দেওয়া হয়। নতুন বিল্ডিং তৈরির জন্য আবেদন করলে অস্থায়ী ভাবে জলের সংযোগ দেওয়া হয়।

এরই সঙ্গে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, বিল্ডিং তৈরির পর কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট(সি সি) না নিয়েই মিউটেশন হচ্ছে। কিন্তু তখনও আইনগত ভাবে ড্রেনেজ লাইন এবং পানীয় জলের সংযোগ না সত্ত্বেও বাসিন্দারা বসবাস শুরু করছে। এতে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্বের বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। এ বিষয় বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, বিল্ডিং তৈরির পর কমপ্লিশন সার্টিফিকেট কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ইস্যু না হওয়া সত্ত্বেও মিউটেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে কী আইন আছে?

আইনত ড্রেনেজ এবং পানীয় জলের সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত বিল্ডিঙে মানুষজনের বসবাস কতটা আইনত বৈধ?

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা বিল্ডিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ তথা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌরনিগম আইন অনুযায়ী ১৭৮/৫ নম্বর ধারানুযায়ী কোনও বাড়ির ক্ষেত্রে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট বা অকুপেশন সার্টিফিকেট ইস্যু হলে সিসি ইস্যু হওয়ার আগের থেকেই কেউ ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করলে ওই ফ্ল্যাটের অ্যাসেসমেন্ট করা সম্ভব। এবং এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ মালিকানার বসবাসকারীরা রেকর্ডেট ওনার বা পার্সোনাল লায়াবিলিটি সেই হিসাবে নথিভুক্ত বা মিউটেশন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কলকাতা পৌরসংস্থার আইনের ধারানুযায়ী জমি বাড়ি মিউটেশন করার ক্ষেত্রে সিসি থাকা আবশ্যক নয়। তবে ড্রেনেজ আর পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ না থাকা অবস্থায় বাড়িতে বসবাস করা আইনত অবৈধ।

‘পথসাথী’ শুরু কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘পথসাথী’ শৌচালয় পরিষেবা শুরু হল কলকাতা পৌর এলাকায়। কলকাতা পৌরসংস্থার ১২ ও ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডে এই পরিষেবা চালু হয়েছে। আগামী দিনে আরও ১০০ টি শৌচালয় এই প্রকল্পের আওতায় নতুন করে তৈরি হবে। ’পথসাথী কী? এই দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানালেন, ‘এগুলি সুলভ শৌচাগার নয়। তবে এখানে বিনামূল্যে শৌচকর্ম সারা যায়। আগে এগুলিতে কোনও দরজার ব্যবস্থা ছিল না। এখন আমরা এই খোলা শৌচালয় গুলিকে নতুন ভাবে সাজাচ্ছি। এগুলিরই নাম দেওয়া হয়েছে ‘পথসাথী’। পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, শহর কলকাতায় খোলা শৌচালয়ের সংখ্যা কমবেশি ৫০০। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ১০০টি পথসাথী শৌচালয় নব রূপে তৈরি করা হচ্ছে। আধুনিক মানের সুলভ শৌচাগারের সঙ্গে এগুলির কোনও তফাৎ নেই। নিচে টাইলস বসানো। রয়েছে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, টয়লেট কমোড, স্লাইডিং ডোর, সিমেন্টের উঁচু দেওয়াল। আগে খোলা শৌচালয় গুলিতে জলের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কয়েকটিতে গঙ্গা জলের কল ছিল। এখন নতুন পথসাথী শৌচালয় গুলিতে স্থায়ী জলের বন্দোবস্ত থাকছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, সমস্ত পথসাথী তৈরি হলে আরও উন্নত হবে কলকাতা শহর। তবে তাদের প্রশ্ন বিনে পয়সার জিনিস কতদিন টিকবে? কারণ ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই সরকারি জিনিসকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস বলে মনে করে না।

নবনির্মিত চ্যাপলিন ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসপ্ল্যানেডে কেন্দ্রীয় পৌরভবন বিপরীতে চ্যাপলিন স্কোয়ারের পাশে পুরাতন দিনের ঐতিহ্যবাহী চ্যাপলিন সিনেমা হলের স্থলেই কেন্দ্রীয় পৌরভবন আদলে চারতলা নবনির্মিত দৃষ্টিনন্দন কার্যালয়(অ্যানেক্স বিল্ডিং) ‘চ্যাপলিন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ২২ নভেম্বরের বিকেলে এই ‘চ্যাপলিন ভবনের দ্বারোদঘাটন করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষা মালা রায় ও মেয়র পারিষদরা।

সম্পত্তি কর মেটানোয় ব্যাঙ্কের অনীহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে ব্যাঙ্ক কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, সুয়ারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ ইত্যাদি পরিষেবা পুরোপুরি ব্যবহার করেও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কর দীর্ঘদিন দিন যাবৎ বকেয়া রাখে, তারা তাদের কাস্টমারদের সঙ্গেও একইরকম ব্যবহার করবে না, এটা না বললেও ভালো বোঝা যায়। বিশেষ করে যেসব বাড়ি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়, তারা পৌর সম্পত্তি কর যে দিতে হয়, এবিষয়ে তেমন কোনও গুরুত্বই দেয় না। এ অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থা অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরের। তা-ই যেসব বড়ো বড়ো বাড়িতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাঙ্ক ভাড়া করে আছে। কিন্তু বছরের পর বছর অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরের সম্পত্তি কর আটকে রেখে দিব্যি ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসা করছে। এক পৌরকর্তার কথায়, দেখা গিয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কয়েকটি শাখার বকেয়া করের পরিমাণ ৫-৬ কোটি টাকা। বারংবার বাড়ির দেওয়ালে নোটিস চিপকে দেওয়া সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছু হয় না। বাড়ির মালিক আর ব্যাঙ্কের মাঝখানে পড়ে কলকাতা পৌরসংস্থা রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

নতুন নির্মাণে বিল সংশোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা কলকাতায় পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ির নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। বিপজ্জনক ও পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়ির উচ্চতানুযায়ী সামনে, পেছনে এবং আশপাশে কতটা খোলা জায়গা থাকবে, তা নিয়ে পৌর বিল্ডিং আইন সংশোধন করতে চাইছে কলকাতা পৌরসংস্থা। প্রস্তাবে পৌর আইনের ১৪২ নম্বর ধারায় বাড়ির উচ্চতা যথাক্রমে ২১.৫ মিটার পর্যন্ত এবং সেই উচ্চতা ২১.৫ মিটারের বেশি থেকে ২৫.৫ মিটার পর্যন্ত হলে বাড়ি সংলগ্ন জায়গায় ছাড়ের পরিমাণ কত হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

পৌরসংস্থা সূত্রের খবর, ৫০০ বর্গমিটার বা তারও বেশি জায়গায় বাড়ির উচ্চতা ২১.৫ মিটার পর্যন্ত হলে সামনের খোলা জায়গা ২ মিটার রাখার প্রস্তাব হয়েছে। আবার বাড়ির উচ্চতা ২১.৫ মিটারের বেশি, কিন্তু ২৫.৫ মিটার বা তার কম হলে ছাড় সামনের খোলা জায়গা ৩.৫ মিটার, দুধারের খোলা জায়গা ৪ মিটার ও পেছনের খোলা জায়গা ৫ মিটার রাখার প্রস্তাব হয়েছে।

এছাড়া বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রেও বড় অঙ্কের টাকা ছাড়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। সম্প্রতি ‘টক টু মেয়র’ অনুষ্ঠানে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এ বিষয়ে জানিয়েছেন, ‘এখন থেকে ১ কাঠা জমির মধ্যে বাড়ি তৈরি করতে হলে বিল্ডিং ফি দিতে হবে ৪০ হাজার টাকা। ২ কাঠার জমিতে বাড়ি তৈরির জন্য কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিতে হবে ৭০ হাজার টাকা এবং ৩ কাঠা জমির ওপর বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে ফি দিতে হবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আগে ৩ কাঠা জমিতে বাড়ি তৈরি করতে কলকাতা পৌরসংস্থাকে এ সংক্রান্ত ফি দিতে হত ২ লক্ষ ২০ হাজার। তবে কোনও প্রোমোটার এই সুবিধা পাবেন না। তাঁদের আগের মতোই ফি দিতে হবে। শুধুমাত্র বসতবাটি তৈরি করার জন্য জমির মালিকরা এই সুবিধা পাবেন। বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য বাড়ি করলে এই ছাড় পাওয়া যাবে না।’

রাজ্যে নিষিদ্ধ গুটকা বিক্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি বছরের ৭ নভেম্বর থেকে সবরকম পান মশলা ও গুটকা জাতীয় দ্রব্য তৈরি এবং বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য সরকার। মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দের বক্তব্য, যেসব দোকান থেকে এখনও পান মশলা ও গুটকা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে, সেই সব দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করার কী পদ্ধতি আছে? কলকাতা পৌরসংস্থা পুলিশ প্রশাসনের কাছে কত দ্রুত দোষীদের শাস্তির সুপারিশ করতে পারে?

এ বিষয় মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘সাধারণত যেখানে পানমশলা বিক্রি হয়, সেই পানের দোকানে কলকাতা পুলিশ নজর রাখবে। যাতে নিষিদ্ধ পানমশলা ও গুটকা বিক্রি না হয়। কিন্তু পানের দোকানের ট্রেড লাইসেন্সটা বাতিল করাটা তো ঠিক নয়। কারণ পান খেতে তো কোনও বাঁধা নেই। যদি আপনাদের সন্ধানে কোনও দোকান থাকে, যেখানে পান মশলা ও গুটকা বিক্রি হচ্ছে, তাহলে সে তথ্য আমাকে দেবেন, তাহলে সে দোকানের ট্রেড লাইসেন্সটা নিশ্চিত ভাবে বাতিল করবো। কিন্তু অন্য দ্রব্যের সঙ্গে পান মশলা, গুটকা যদি দোকানে থাকে, তাহলে সেটা পুলিশ বা এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট(আইডি)-এর নজরে থাকলে যে এটা বন্ধ হবে। যদি আমাদের কোথাও কারোর নজরে পরে, তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা পুলিশকে জানাবো। এটাতে কলকাতা পৌরসংস্থার সরাসরি কিছু করার নেই।

তপন সিংহের শতবর্ষ মাথায় রেখে গল্প হলেও সত্যি সিনেমা দিয়ে শুরু হবে আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। ৪ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলবে উৎসব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হবে কিফের। ২৯ নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শান্তনু বসু, ফ্রান্সের উপদূত নিকোলা ফাসিনো সহ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন এবং বীরবাহা হাঁসদা। যদিও ৩০ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তেমন আরম্বর চোখে পড়েনি। উদ্বোধনীতেও বিশেষ কোনো চলচ্চিত্র অভিনেতার নাম সাংবাদিক সম্মেলনে শোনা যায়নি বিগত কয়েক বছরের মতন। ২৪৫৯ টি ছবির মধ্যে থেকে ৪২ টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৩০ টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি ও তথ্যচিত্র দেখানো হবে। ২৯ টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে এই বছরের চলচ্চিত্র উৎসবে। **ছবি :** প্রীতম দাস

সন্ধ্যারতী : বাবুঘাটে গঙ্গার ধারে চলছে গঙ্গারতী পুজো। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যাবে এই অনুষ্ঠান। **ছবি :** অর্জুন দাস

মাঙ্গলিকী

সাহিত্য সভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ রোডে ‘অশোকনাথ-গৌরীনাথ শাস্ত্রী স্মারক সমিতির’ উদ্যোগে বর্ষীয়ান সম্পাদক বিমান ভট্টাচার্যের সুষ্ঠ পরিচালনায় ও ড. শান্তিনাথ ঘোষের পৌরোহিত্য এক মনোজ সাহিত্যসভা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অরূপ বৈদ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিমির হালদার। সঞ্চালক ছিলেন আশীষ গিরি। বিশেষ অতিথি ছিলেন দেবযানী ঘোষ, আরাধনা পাল (আইনজীবি), জয়ন্ত চক্রবর্তী, অমলেন্দু হাইত, কৃপাসিন্ধু হাইত প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌম্য বসু, চন্দ্রানী কর্মকার, আবীর চ্যাটার্জী, শম্পা রায়, মালা রায়, ঝুম্পা চক্রবর্তী, গৌরী সাহা, মিতা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিৎ সরকার, কুনাল অধিকারী, কামাখ্যা দাস, দিলীপ রায়, রতন রায়, মঞ্জু দোলুই, গোপাল দাস, অরবিন্দ বসাক, শর্মিষ্ঠা সেন মল্লিক, অন্নপূর্ণা দে, সুমা দাস, শুভ্রা দত্ত, শিপ্রা দত্ত, সানি চ্যাটার্জি প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে তবলা ও পার্কাসন বাজান শিল্পী অনিন্দ্য মুখার্জী ও গোবিন্দ দাস সঙ্গতকারদের বাজনা শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, কবিতা পাঠ করেন শম্পা মুখার্জী। সঞ্চালনা ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অতিথি আপ্যায়ণ করেন ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামী। অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেন স্বনামধন্য এসরাজবাদক অরবিন্দ সেন। সহযোগিতা করেন অভীক মুখার্জী, সীমা মুখার্জী, শিখা মুখার্জী, মুন্না শেঠ প্রমুখ।

রাসলীলা মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় উত্তর কলকাতার মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে ঠাকুর ‘শ্রীরামকৃষ্ণ’ স্মৃতি বিজাড়িত ৩০০ বছরের জাগ্রত গৃহদেবতা ‘রাধাকৃষ্ণ’ মন্দির প্রাঙ্গনে ‘প্রয়াসের’ ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ‘রাসলীলা’ উৎসব(২৭ বছর) মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামী। প্রথমে সন্ধ্যারতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। রাসলীলার মাহাত্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন ভাস্কর রায়চৌধুরি, শম্পা মুখার্জী ও শ্রাবণী সিনহা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন শিল্পী দেবারতী সেন,অনুরাধা হালদার, ধ্রুব হালদার, বিশ্বজিৎ সিনহা, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রূপা গুপ্তা, মুনমুন চক্রবর্তী, বাসুদেব দাস প্রমুখ। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন সন্ধ্যা হালদার, স্বপন চন্দ প্রমুখ।

কোচবিহারে শ্রীশ্রী মদনমোহন দেবের পুণ্য রাসযাত্রা

অসীম কুমার মিত্র: শ্রীশ্রী মদনমোহন দেবের পুণ্য রাসযাত্রা উপলক্ষে কোচবিহার পৌরসভা পরিচালিত ঐতিহ্যমণ্ডিত রাসমেলা (২১২ তম বর্ষ) শুরু আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৪ শনিবার। কোচবিহার স্টেডিয়াম ও স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাসমেলা মাঠেই মূলতঃ বসে এই মেলা। তাছাড়া মদনমোহন বাড়ির চারপাশেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে মেলা। ১৫ নভেম্বর মদনমোহন বাড়িতে নানা পুজো-অর্চনার পাশাপাশি রাসচক্র ঘুরিয়ে রাস উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এই রাসযাত্রার শুভ সূচনা করেন কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসউৎসবকে ঘিরে এখন সাজোসাজো রব মদনমোহন বাড়িতে। রাসউৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই মন্দির চত্বর সংস্কারের পাশাপাশি রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের প্রতিমা বসানো হয়। মেলার সময় মন্দির চত্বরের চারিদিকে থাকা গোল টিনশেডের ঘরগুলিতে রাখা হয় এই পৌরাণিক মূর্তিগুলিকে। রাসউৎসবকে ঘিরে রোজ অসংখ্য ভক্তের সমাগম হয় মদনমোহন মন্দিরে। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রগুলি দেখার আগ্রহ এবং মন্দিরে রাসচক্র ঘোরাতে ও মদনমোহন দর্শনের দুর্নিবার আকর্ষণে বিভিন্ন জেলা থেকে ছুটে আসেন অসংখ্য ভক্ত এই মদনমোহন মন্দিরে। ১৫ দিনের এই মেলায় নানান বিকিকিনির পাশাপাশি মন্দির চত্বরে সঙ্গীতের নানা অনুষ্ঠান, যাত্রাপালা, পালাগান, বাউলগানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সব মিলিয়ে রাজার শহর জুড়ে এই কটা দিন থাকে রাসমাদকতায় ভরপুর। সম্ভবতঃ কোচবিহারের রাস উৎসবই হল উত্তরবঙ্গের সবচাইতে বড় উৎসব।

হাওড়ায় সত্যজিৎ রায় জন্মজয়ন্তী ও সৃজনশীল সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ নভেম্বর এক মনোরম পরিবেশে বরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ১০৪ তম জন্মজয়ন্তী ও সত্যজিৎ রায় পুরস্কার প্রদান যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন হাওড়ার সত্যজিৎ রায় জন্মোৎসব কমিটি। হাওড়ার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরি হলে সত্যজিতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও অনুষ্ঠানের সূচনা করেন প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ ডঃ অলোককুমার মুখোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ দেন কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অলোক কুণ্ডু। সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন ডঃ অলোককুমার মুখোপাধ্যায়, রাজ্য পণ্য ও পরিষেবা কর বিভাগের সহকারী মহাধ্যক্ষ সুদীপ পণ্ডিত ও উৎসব কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি সুধীর কুমার দে ।সকল বক্তাই সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফি-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে ৩২ তম সত্যজিৎ রায় সম্মাননা ও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সাহিত্য-সংবাদ-পরিবেশ কৃতী হাওড়ার সৃজনশীল মানুষদের হাতে। এবারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায় নামাঙ্কিত সম্মাননা ও পুরস্কার প্রাপকরা হলেন-(১) শিরোমনি সম্মাননা সুব্রত ভট্টাচার্য, (২) নিরুপম সম্মাননা সুদেব মুখোপাধ্যায়,(৩) যুগ্ম কৃষ্টি-সৃষ্টি সম্মাননা রবীন চট্টোপাধ্যায় ও দীপংকর মান্না (৪) সমাজ সংস্কৃতি সম্মাননা বসুধৈব উৎস প্রাণ"। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ, ক্যালিগ্রাফি ও আবৃত্তি বিভাগের কৃতীদেরও সম্মাননা জানানো হয়। প্রকাশিত হয় সম্মাননা কেন্দ্রীক এক মূল্যবান স্মারক গ্রন্থ। পরিশেষে ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের নাচ-গান উপস্থিত দুই শতাধিক সত্যজিৎ প্রেমীদের মুগ্ধ করেন। উপভোগ্য এই পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, হাওড়ার দুই জনপ্রিয় ফেসবুক গ্রুপ হাওড়া ময়দান মেট্রো শহর এবং আড্ডাঘর"।

প্রকাশিত হল শারদীয়া ‘সুন্দরবন ঐক্যতান’

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: রবিবার প্রকাশিত হল ‘শারদীয়া সুন্দরবন ঐক্যতান’। এদিন বাসন্তীর জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্রের সেমিনার হলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় এই শারদ সংখ্যা। পাশাপাশি সুন্দরবনের কবি বিশ্বজিৎ মিত্রকে তাঁর সমগ্র জীবনের নিরলস সাহিত্য সাধনার জন্য সুন্দরবন ঐক্যতান পুরস্কার-২০২৪ প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসাবে তাঁর হাতে সুন্দরবন সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় নগদ আর্থিক অনুদান, মেমেন্টো, মানপত্র, শাল, কলমসহ অন্যান্য সামগ্রী। এছাড়াও তরুণ কবি ননীগোপাল সরদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জীবনবীনা’ প্রকাশিত হয় অনুষ্ঠান মঞ্চে। কবিতা পাঠের আসর, পত্রিকার আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন জয়গোপাল পুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মহাকুড় ও কবি বিশ্বজিৎ মিত্র। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শুদ্ধাত্মানন্দজী মহারাজ, দক্ষিং ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের সদস্য নিশিকান্ত সামন্ত, আবাদ পত্রিকার সম্পাদক অপরেশ মণ্ডল, প্রাক্তন শিক্ষক হরিপদ বৈদ্য, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ মিলনকান্তি দত্তগুপ্ত, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতী গৌরী নস্কর, বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তথা সুন্দরবন গবেষক, প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক বিবেক পাল বলেন, ‘সুন্দরবনের অগনিত কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকদের প্রাণের পত্রিকা ‘সুন্দরবন ঐক্যতান।’ আগামীদিনে সুন্দরবনে আরো বেশি করে সাহিত্যচর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দরবন ঐক্যতান পুরস্কার নগদ অর্থ বৃদ্ধি করে ১০ হাজার টাকা করা হবে। একই সাথে এই সংখ্যায় সুন্দর লেখনী উপহার দেওয়ার জন্য বর্তমান নবীন প্রজন্মের ২ কবি পাপড়ী লস্কর ও নন্দিনী রায়কে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়।’

‘বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী’ বই প্রকাশ

সুমন সরদার : গত ২৩ নভেম্বর, আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের আয়োজনে ৭৫ বছর আগে রচিত ইতিহাসবিদ সুধীর কুমার মিত্রের, রাসবিহারী, নেতাজী, বাঘাযতীন, প্রফুল্ল চাকী ও কানাইলালের জীবনী গ্রন্থগুলি পল্লব মিত্রের সম্পাদনায়, ‘বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী’ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে ড: সুনীল দাসের প্রয়াণের জন্য নীরবতা পালন ও সুমন ভট্টাচার্যের গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছিলেন ক্যালকাটা কালচারাল সেন্টারের সহ সভাপতি শক্তিকালী বসু, সন্দীপ মুখার্জি, মনীষা রক্ষিত। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তারা বইটির সম্মন্ধে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপরোক্ত পাঁচ বিপ্লবী প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন গবেষক শমীক স্বপন ঘোষ, লেখক ও গবেষক শুভেন্দু মজুমদার, নেতাজী গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, সাংবাদিক ও লেখিকা সফি উন্নিসা আর ইতিহাস গবেষক ও সাংবাদিক সর্বাণী মুখার্জী। অনুষ্ঠান চলাকালিন অনুষ্ঠানটির স্বাদ বদলের জন্য কলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন সাহিত্য প্রযোজক ড: কৃষ্ণপদ দাস ও তার স্ত্রী সুস্মিতা দাস রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য কাব্য গ্রন্থ থেকে একটি পাঠ করে শোনান। এছাড়াও ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ সভাপতি মমতা রায়। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিকন্যা বীণা দাস সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

ফলতায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর গবেষণা উদ্যান

পাঁচুগোপাল মাজী

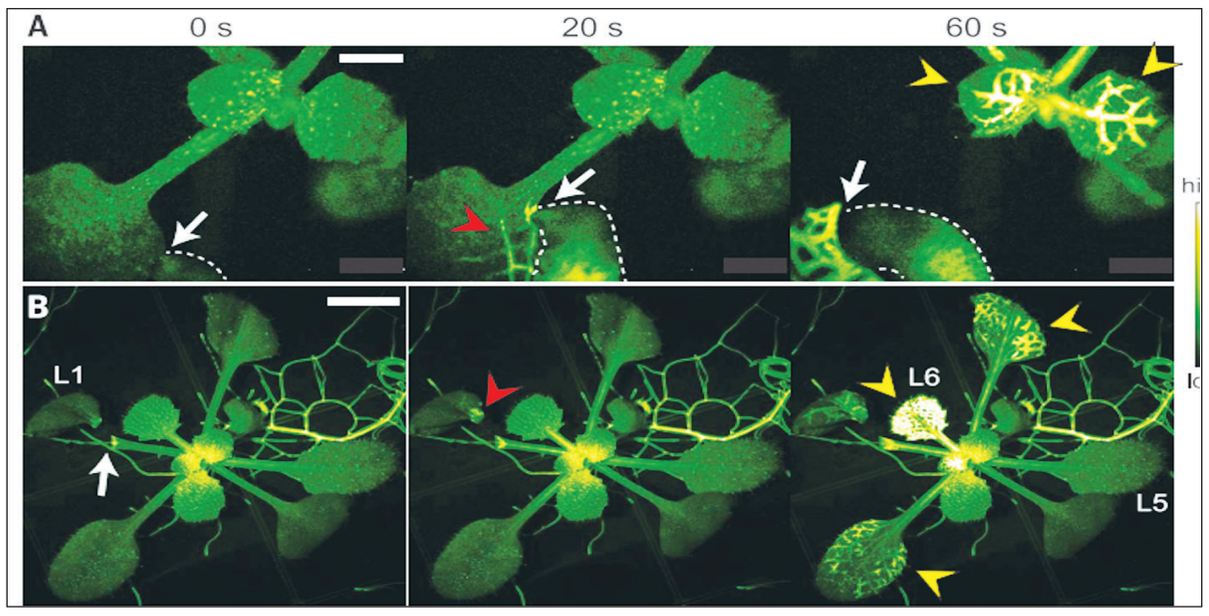

ফলতা থানার ব্যসুলাট গ্রামে(জে এল নম্বর ২০) এবং ফলতা থানা কার্য্যালয়ের দক্ষিণে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান বোস ইনষ্টিটিউশনটি হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। প্রায় বিঘা চারেক জায়গা জুড়ে চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ঘেরা ও সুসজ্জিত। এখানে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদ নিয়ে বিশেষ গবেষণা করতেন। আমীয় বসু সম্পাদিত বাংলায় ভ্রমণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫২ পৃষ্ঠায় লেখা।

আছে– পরলোকগত বিজ্ঞান আচার্য স্যার জগদীশ বসুর 'মায়াপুরী কানন' ফলতায় অন্যতম দ্রষ্টব্য। এই মনোরম উদ্যানটি গঙ্গার ঠিক উপরেই অবস্থিত। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই নির্জন কাননে বসিয়া উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য গবেষণা করিয়া সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এখানে বহু দেশের বহুবিধ, তরুলতা সংগৃহীত আছে। 'স্থানীয় অধিবাসী এবং বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি মণীষ চক্রবর্তী জানালেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভিতরে যে স্থানে বিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তার গবেষণা কার্য চালাতেন তার সেই অফিস ঘরটাই ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজদৌলা কর্তৃক কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরেজ সেনাদের গভর্নর ড্রেকের অফিস ঘর ছিল। এই কথা থেকেই মনে করতে হয় যে কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরেজরা ফলতায় লাচ দূর্গে আশ্রয় না নিয়ে, তারা আশ্রয় নিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এইখানেই ডাচ দূর্গের কিছু উত্তর দিকের একটি জায়গাতে যেখানে পরবর্তীকালে বর্তমানের বসু বিজ্ঞান মন্দির বা বসু উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তবে এমন হতে পারে যে হঠাৎ করে অস্থায়ীভাবে তৈরি করা আশ্রয়ে অধিক সংখ্যক ইংরেজদের থাকার অসুবিধার কারণে ডাচদের সঙ্গে কোনও চুক্তির বিনিময়ে ডাচ দূর্গে কিছু ইংরেজদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ফলতার এই বিজ্ঞান মন্দির বা বসু উদ্যানটি তৈরির করেছিলেন বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, ১৭১৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে। মনোজ রায় ও গোপাল ভট্টাচার্য প্রণীত 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু' পুস্তকে ১৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ্য আছে– ' উন্মুক্ত পরিবেশে উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণার জন্য এই মানগরের বাইরে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। এজন্য কলকাতার অণিত দূরে গঙ্গা তীরবর্তী ফলতায় স্থান নির্বাচন করা হয়। অপর পরিকল্পনাটি ছিল দার্জিলিংয়ের শৈলশিখরে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ৩০ নভেম্বর কলিকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে কোন এক সময় কলকাতার অনতিদূরে ফলতায় গঙ্গাতীরে এই গবেষণাগারটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে তিনি সস্ত্রীক আসতেন, বেশ কিছুদিন করে থাকতেন এবং স্থানীয় গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশাও করতেন। ফলতার পোষ্টমাস্টার শচীন্দ্রনাথ ঘোষালের সঙ্গে নদী তীরে বসে কিছু কিছু সময় অবসর যাপন করতেন। এই বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী মানুষটি কচিকাঁচা ছেলেমেয়েদের খুবই ভালবাসতেন। কখনো কখনো ফলতার ইটচালার গুরু বসাইয়ের পাঠশালায় স্ত্রী অবলা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং ছাত্রদের জন্য বাতাসা, খই, মুড়কি নিয়ে গিয়ে দিতেন।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বাইরের কাউকে যেতে দেওয়া হয় না বিশেষ অনুমতি ছাড়া।

তবে জানা যায়,এখানে বনচাঁড়াল, লজ্জাবতী, ফার্ণ প্রভৃতির সংবেদনশীল লতাগুল্মাদির উপর বিভিন্ন রিসার্চ করা হয়ে থাকত। আমরা কৈশোরে জগদীশচন্দ্র বসু লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম যার প্রথম লাইনে ছিল 'নদী তুমি কথা হইতে আসিয়াছ' এইটি ছিল ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে নামক গ্রন্থের একটি লাইন। কথিত আছে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু এখানে বসেই ওই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

মনিশ চক্রবর্তী তার ' ফলতার মৌজাভিত্তিক চালচিত্র' পুস্তিকায় এক জায়গায় লিখেছেন শেখ আয়নাল আলির মতে এখানে 'ভাগীরথী' ও 'মেঘনা' নামে দুটি উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ উৎপন্ন করা হয়েছিল। এই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এখানে গবেষণা করে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ফলতার নদী তীরবর্তী দক্ষিণ–পশ্চিমে কোণে ছিল একটি কাঁচের ঘর। আচার্য বিজ্ঞানী তার অবসর সময় এখানে অতিব্যাহিত করতেন। সম্ভবত ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে কাব্যগ্রন্থটি এখানেই রচনা করেছিলেন। (যদিও এর কোন প্রামান্য সূত্র আমার কাছে নেই) পরবর্তীকালে একটি ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই কাঁচের ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মনিশ চক্রবর্তী জানালেন এখানে তিনি একটি ফাঁসি দেওয়ার ভাঙা ঘর দেখেছিলেন। তার ধারণায় এখানে ইংরেজরা কিছুদিন ছিলেন তখন এখানে তাদের ছোট দুর্গ তৈরি করেছিলেন এবং সেখানে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত।

বাঙালির বেড়ানোর বাতিক

সুকুমার মণ্ডল

একদা আমাদের অর্থাৎ কিনা বাঙালিদের নানা বিষয়ে জগতজোড়া খ্যাতি ছিল। বাঙালিদের ভাবনা, বিদ্যাচর্চা, সংস্কৃতি–চর্চা এমনকী খেলাধূলা সব কিছুতেই প্রথম সারিতে বসার যোগ্যতা ছিল । পরে পরে আরও অনেক গুণপনা সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল – যেমন ঈর্ষা–পরনিন্দা–কোন্দল, হিংসা–খুনোখুনি থেকে হাল আমলের কাটমানি, সিণ্ডিকেটের দৌরাত্ম্য ও অকথ্য ভাষায় পরস্পরের পিণ্ডি চটকানো ইত্যাদিও যুক্ত হয়েছে। বাঙালিদের অর্জিত গুণের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে বিলীয়মান নাহলেও তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। তবে একটা বিষয়ে বাঙালিরা আজও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। অতীশ দীপঙ্করের থেকে নিমাই, বাঙালির ভ্রমণের ধারা বহমান ছিল। তবে অষ্টাদশ শতকে এসে বাঙালির বাসনায় নতুন করে জোয়ার

এলো। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, বাষ্পীয় জলযান, রেল ও মোটর যান দূরকে এনে দিল নাগালের মধ্যে, ব্যস্ বাঙালিকে আর পায় কে! পরে পরে বিমান ভ্রমণ–তৃষা যা আজো এতটুকু কমেনি।

প্রাচীন কালের উল্লেখ না–হয় মুলতুবি থাকুক। বিগত একশ বছরের খতিয়ান নিয়ে দেখা যাক্। রেললাইন বসানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিকে আর ঘরে আটকে রাখা যায়নি। বাঙালি সপরিবারে বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছিল । আজ্ঞে না এখনকার মতো কেবল তুমি–আমি আর সন্তান– এই ত্রয়ী নয়কো। তখন সঙ্গে থাকত বাবা–মা–পিসি–কাকী– বৃদ্ধ ঠাকুমা–দাদু এমনকী পাড়া–প্রতিবেশীরাও। হোল্ডঅলে বিছানার পাহাড়, অ্যালুমিনিয়ামের কিছু বাসনকোসন, কেরোসিন স্টোভ, মাটির কুঁজো সহ বিশাল সরঞ্জামের সম্ভার। ট্রেনে তখন আমরা নতুন শতকে (২০০০)–র প্রায় এক চতুর্থাংশ পেরিয়ে এসেছি। আজকের ভ্রমণ–স্পৃহা ঠিক কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে, সেদিকে একটু নজর ঘোরানো যাক্। আজও পুরী–দার্জিলিং–হরিদ্বার ইত্যাদি কিছু কিছু গন্তব্যের রিজার্ভেশন ৪ মাস আগেই শেষ হয়ে যায় ! দুই কি তিন দশক আগে গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটি এই দুটি সময়েই ভ্রমণের চাপ বাড়তো, এখন সারা বছর ধরে বেড়ানো চলছে। শীতে দার্জিলিং–সিমলা–গ্যাংটকে হোটেল ভর্তি, বর্ষায় আরাকু–অযোধ্যা–অজন্তা–ইলোরায় লোকে দৌড়াচ্ছে, পুজো আর গরমের ছুটি–র চাপ তো থাকছেই। লক্ষ্য করে দেখুন বেড়ানো ব্যাপারটাকে আমরা কেমন করে সারা বছরের রুটিনে ঢুকিয়ে নিয়েছি।

তবে বাড়ি ছেড়ে বেড়াতে বেরুলে বাঙালিদের আসল রূপ বেবাক পালটে যায়। ছোটবেলায় ভূগোলের পড়া অনেকের কাছেই গোলকধাঁধার মতো ছিল। গোয়ালিয়রের কাছেই গোলকুণ্ডা, নাগপুরের কাছেই বুঝি কানপুর এমন বিভ্রান্তিতে অনেকেই ভুগেছি। আমাদের নিজের দেশের মানচিত্র–ই যে আমাদের কাছে কত অজানা, তা পথে বেরুলেই বোঝা যায়। নিজেদের অজ্ঞতা পদে পদে বিব্রত করতে থাকে। চেন্নাই মেল বা করমণ্ডলের যাত্রীরা প্রশ্ন করে বসেন, একটু পরে বর্ধমান স্টেশন আসছে বুঝি, কিংবা দিল্লী বা পাটনার ট্রেনে রওনা হওয়ার পরে খড়গপুরে কখন ট্রেন ঢুকবে, সে প্রশ্নও করে বসেন। ভুল ধরিয়ে দিলেও বিশেষ অপ্রস্তুত হন না কেউই । যেন ট্রেন রুটের মতো এমন জটিল বিষয় নাকি মাথায় রাখা যায় না! মালদহ থেকে দীঘার উদ্দেশ্যে রওয়না হলে, কিংবা হাওড়া থেকে ধানবাদের রেলপথ কোন মুখে চলবে, অর্থাৎ ঠিক কোনদিক বরাবর আমার গন্তব্য হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না করেই অনেকে বেরিয়ে পড়েন । অবিশ্যি প্রত্যেকের হাতে হাতে আধুনিক ফোনের কল্যাণে এই প্রজন্মের ছেলেপুলেরা অনেক বেশি আধুনিক। ট্রেনটির পরবর্তী স্টেশন কোনটি, সেথায় পৌঁছতে কত সময় লাগবে, ট্রেন ঠিক সময় মেনে চলছে না বিলম্বে চলছে, দেরীতে চললে কত মিনিট দেরীতে, মায় ঘণ্টায় কত গতিবেগে ট্রেন চলছে তাও টকাস্ করে বলে দেয় ওরা। জানালার কাচ সরিয়ে অচেনা লোককে ডেকে জানতে চাওয়া, ও ভাইয়া ইয়ে কোন স্টেশন হ্যায়, এসব হাঁকডাকের আর দরকার হয়ই না প্রায়।

সত্তরের দশক পর্যন্ত নিজের কুঁজো ছিল অবিচ্ছেদ্য ভ্রমণ–সঙ্গী, স্টেশনের কল থেকে বিনা দ্বিধায় লোকে কুঁজো, ক্যাম্বিস–মোড়া লোহার জলের পাত্র ভরে নিতো, কিংবা সরাসরি স্টেশনের জলের কলে হাতের চেটোয় শোঁ শোঁ করে চুমুক দিয়ে তেষ্টা নিবারণ করত, আজ তা বারণ। আজ জলের বোতলের রমরমা । আসল জল না নকল জল এসব ভেবে মন খারাপ করলে মরুতীর্থ হিংলাজ !

তবে ভ্রমণে বেরুনো মানেই যে ট্রেনে চাপা, এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। গত শতকের আশির দশক পর্যন্ত পাড়ার বা গ্রামের মানুষ জুটিয়ে নিয়ে বাস ভাড়া করে পুরী–তারাপীঠ–নেতারহাট কিংবা ঘাটশিলা বেরিয়ে পড়ার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক ছিল। বাসের ছাদে বড় বড় কয়েকটি হাঁড়ি কড়া, চাল–ডাল–আলু ফুলকপি ইত্যাদির বস্তা। পথে সুযোগ মতো কোথাও বাস থামিয়ে রান্না ও ভোজনপর্ব সেরে নেওয়া। সে এক চলমান পিকনিক বৈকি। দূরপাল্লা যাত্রায় অনভিজ্ঞ চালকের হাতে বহুবার হৃদয়–বিদারক দুর্ঘটনাও ঘটেছে, ঘটছে, কিন্তু তাতে করে বাঙালীর বেড়ানোর নেশায় ভাটা পড়েনি। বস্তুতঃ যাঁরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন, তাদের পক্ষে সবসময় ট্রেন ধরার সহজ হত না, অগত্যা ...। এখন মোটর–পথে ভ্রমণের আগে বাঙালি গাড়ি বাছাই করে নেয়। সেকালের জীপ বা লড়ঝড়ে অ্যাম্বাসাডারের দিন বিগত। এখন ভ্রমণ–পিপাসু বাঙালি বোলেরো, ডিজায়ার, এটিওস্, ইনোভা ইত্যাদির মধ্যে থেকে মনোমত বাহন বাছাই করে নেয় ।

বাঙালি এখন অনেক সাবধানী। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই হোটেল কিংবা রিসর্ট বুকিং কনফার্ম করে নেয়, তারপর পৌঁছানোর পর গজগজ করে এই বলে যে সবচেয়ে বাজে ঘরটিই বরাদ্দ করে রেখেছে, এটা নেই ওটা নেই, এমন হাজারো খুঁতখুতুনি। আবার উল্টো চিত্রটাও চোখে পড়ে, বিশেষ করে পুরী, হরিদ্বার, বেনারসে গিয়ে দেখুন বাঙালিরা সেখানে দিব্যি ভারত সেবাশ্রম, ভোলাগিরি কিংবা অন্য কোনও আশ্রমে আশ্রয় নিচ্ছে। ভোজনের জন্য সস্তার হোটেল খুঁজে নিচ্ছে । তাঁরা এমন আবিষ্কারের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন অন্য অনেক অচেনা ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে। হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা ভোজনের কোনও উৎকট বিলাসিতায় এঁরা মাতেন না। বেড়ানোর আছিলায় অর্থের ভার কিছুটা লাঘব করার উপায় খোঁজেন না এঁরা, কেননা বাড়তি অর্থের যোগান–ই নেই অনেকের কাছে। তথাপি কুছ–পরোয়া–নেহি! পরিচিতদের মাধ্যমে হলিডে হোম জোগাড় করে, সারাবছর কষ্টসৃষ্টে কিছু জমিয়ে বেরিয়ে পড়েন এমন বাঙালিরা, কারণ তাঁদের মাথায় বেড়ানোর ভূত সেঁটে বসে গেছে। এ এক এমন নেশা, একবার ধরলে ছাড়া পাওয়া সহজ নয় । ভোটের তাপ, বঙ্গোপসাগরের ঘুর্ণিঝড়/নিম্নচাপ, পাহাড়ে ধ্বস, উগ্রপন্থীদের হামলার ভয় –এমন কোনও কিছুই আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে না। তার ওপর সারা বছরের হাজারো অসুখ অস্বস্তির চাপ সহ্য করতে করতে বাঙালি এখন ভয়ডরহীন। বয়সের চাপ, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস্, ভারটিগো, স্পণ্ডিলোসিস, কোমর–হাঁটুর যন্ত্রণার আক্রমণেও বাঙালির মনে হার–না–মানা জেদ। চারপাশের অবক্ষয়, অবিচার, উপেক্ষা, সামাজিক শোষণ ইত্যাদির মোকাবিলা করতে করতে মনের তো দফারফা হয়ে যাওয়ার কথা। তবু দিন–কয়েকের জন্য চেনা–অচেনা জায়গায় ঘুরে আসার এমন তীব্র বাসনা বাঙালির মনের কোণে কি করে জন্মায় সেটা কখনও ভেবে দেখেছেন! একটা সত্য উঠে আসছে, তা হল, কূয়োর ব্যাঙ হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না আজকের বাঙালি। চরৈবেতি চরৈবেতি ।

রামধনু পাহাড়

বোধিবৃক্ষের ঝরাপাতা

সিদ্ধার্থ সিংহ

শুধু আকাশে নয়, রামধনু যে মাটিতেও দেখা যায় তার প্রমাণ উত্তর–পশ্চিম চিনের গানসু প্রদেশের লিনজে জেলায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা। এখানে রয়েছে রেনবো মাউন্টেন, যাকে সোজা বাংলায় বলা যায় রামধনু পাহাড়। এখানে এলেই পর্যটকদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় গোটা পাহাড়টার গায়ে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা, আকাশি আর বেগুনি রঙের বাহার দেখে। মনে হয়, কোনও শিল্পী বুঝি সাতটি রঙের তুলির আঁচড়ে রাঙিয়ে দিয়েছেন গোটা অঞ্চল। সাতটি রং থাকলেও পাহাড়টির প্রাথমিক গায়ের রং কিন্তু লালই। ভূ–বিজ্ঞানীদের মতে, এই রঙিন পাহাড় তৈরি হতে সময় লেগেছে ২৪ মিলিয়ন বছর। মানে প্রায় ২ কোটি ৪ লক্ষ বছর।

তাঁদের ধারণা, টেকটনিক প্লেট সরে যাওয়ার ফলেই মাটির অতল থেকে বেরিয়ে এসেছিল শিলাস্তর। সেই শিলাস্তরগুলো জমাট বেঁধেই তৈরি হয়েছে এই পাহাড়ের খাড়াইগুলো।

> শুধু রঙের বৈচিত্রই নয়, পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এখানকার বিভিন্ন আকৃতির পাথরও। তবে এখান থেকে এক টুকরো রঙিন পাথর নিয়ে যাওয়াও আইনত দণ্ডনীয়। এখানকার আরেকটি দর্শনীয় জিনিস হল বিশাল বিশাল প্রাকৃতিক পিলার।

সেই শিলাস্তরের সঙ্গে মিশে ছিল প্রচুর পরিমাণে রঙিন সিলিকা, লোহা, তামা আর বিভিন্ন রঙের খনিজ পদার্থ। সেই রংগুলোর জন্যই এই রঙিন দুনিয়া তৈরি হয়েছে।

এই পাহাড়টি মূলত বেলেপাথরে তৈরি। হিমালয় গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই এই পাহাড়ের সূচনা হয়েছিল।

এই বাহারি রঙের সৌন্দর্যের জন্যই এই পাহাড়ের সারিটি আজ একটি জনপ্রিয় পর্যটককেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিস্ময় এই রামধনু পাহাড়ের পোশাকি নাম ঝাংগিয়ে ড্যানজিয়া ল্যান্ডফর্ম। এটি একটি জিওগ্রাফিক্যাল পার্কের অংশ। আগে এই পার্কটির নাম ছিল ঝাংগিয়ে ড্যানজিয়া ল্যান্ডফর্ম জিওগ্রাফিক্যাল পার্ক। এখন এর নাম হয়েছে গানসু ঝাংগিয়ে ন্যাশনাল পার্ক।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাত, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যের তাপ, জলবায়ু পরিবর্তন ও নানা রাসায়নিক ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠেছে আজকের এই সাতরঙা পর্বত শ্রেণি। শুধু রঙের বৈচিত্রই নয়, পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এখানকার বিভিন্ন আকৃতির পাথরও। তবে এখান থেকে এক টুকরো রঙিন পাথর নিয়ে যাওয়াও আইনত দণ্ডনীয়। এখানকার আরেকটি দর্শনীয় জিনিস হল বিশাল বিশাল প্রাকৃতিক পিলার।

তবে এই এলাকায় কিন্তু ঘাস ছাড়া অন্য আর কোনও গাছপালা বা প্রাণীর দেখা মেলে না। এর একটা কারণ সম্ভবত এখানকার অত্যন্ত রুক্ষ ও শুষ্ক আবহাওয়া।

শুধু এই পাহাড়টির আশ্চর্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যেই এই রামধনু পাহাড়টিকে ২০১০ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো।

আঁতস কাঁচে

ভারত শীর্ষে
পারথে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে অসিদের শুধু লজ্জাতেই ফেলেনি ভারত, সেইসঙ্গে সিংহাসন চ্যুতও করেছে টিম ইন্ডিয়া। এই এক জয়েই, ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে শীর্ষে পৌঁছল ফের টিম ইন্ডিয়া। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শুরুর আগে ৬২.৫০ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ছিল অস্ট্রেলিয়া। দুইয়ে থাকা ভারতের ছিল ৫৮.৩৩ শতাংশ। পারথ, সব হিসেব পাল্টে দিয়েছে। এখন ভারতের সাফল্যের হার ৬১.১১ শতাংশ। দুইয়ে নেমে যাওয়া অসিদের সাফল্যের হার ৫৭.৬৯। তবে সিরিজে এখনও চার ম্যাচ বাকি রয়েছে। দুই দলের জন্যেই এই সিরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্টার্কের হাফপ্রাইস
গতবারের অর্ধেক টাকাও পেলেন না মিচেল স্টার্ক। তাও ধরে রাখতে পারেনি কেকেআর। ১১.৭৫ কোটি টাকার বিনিময়ে স্টার্ককে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস। স্টার্ককে গত বছর মিনি নিলাম থেকে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছিল কেকেআর।

টাকার ইতিহাস
ঝড় তুলবেন অনুমান করাই যাচ্ছিল। তাই হল। সব রেকর্ড তছনছ করে ঋষভ পন্থকে নিয়ে নিল গোয়েঙ্কার লখনউ সুপার জায়ান্টস। পন্থকে লখনউ কিনে নিল ২৭ কোটি টাকায়। হলেন আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি প্লেয়ার। লখনউ লড়াইয়ে পিছনে ফেলল আরসিবি, দিল্লি, হায়দরাবাদকে।

শ্রেয়সের চমক
পন্থের মতোই চমকে দিয়েছে গতবারের আইপিএল জয়ী ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে। ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় শ্রেয়সকে কিনে নেয় পঞ্জাব। পন্থের পর এটাই আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাকা। নিলামে ন্যূনতম ২ কোটি টাকা দাম ছিল শ্রেয়সের। ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত লড়াই চালায় কেকেআর। এরপর দিল্লি আর পঞ্জাবের মধ্যে লড়াই চলে। শেষে প্রীতি জিন্টাই বাজিমাত করে।

অদলবদল
যেন অদলবদল। পন্থ লখনউয়ে, রাহুল দিল্লিতে। কেএল রাহুলকে নেওয়ার লড়াই থেকেও পিছিয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষপর্যন্ত ১৪ কোটি টাকায় কেএল রাহুলকে নিয়ে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস। কেকেআর ১০.৭৫ কোটি টাকা দর পর্যন্ত লড়াই করেছে। শেষে চেন্নাইকে হারিয়ে দিল্লি কিনে নেয় রাহুলকে।

স্বমহিমায় বিরাট
রিটার্ন অফ দ্য কিং। কোহলি আবার স্বমহিমায়। অবশেষে সেঞ্চুরি পেলেন বিরাট কোহলি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে সেঞ্চুরি পেলেন ২৯ ইনিংস পর। দেখা পেলেন টেস্ট কেরিয়ারে ৩০ তম সেঞ্চুরির। সবমিলিয়ে ৮১ তম সেঞ্চুরি। ১৪৩ বলে ১০০ রানে অপরাজিত রইলেন কোহলি। ইনিংসে ৮টা চার ও ২ ছয়। পারথে পেলেন এই নিয়ে ২ নম্বর সেঞ্চুরি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে করলেন ১০ সেঞ্চুরি। যে নজির আর কারোর নেই। এরমধ্যে টেস্ট সেঞ্চুরির সংখ্যা ৭।

শীর্ষে হার্দিক
অলরাউন্ডারদের সিংহাসনে আবার হার্দিক। অনেকদিন খারাপ সময় গেছে। চোট থেকে পারিবারিক সমস্যা ছিলই, পারফরম্যান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্যাপ্টেন্সি, জাতীয় দলে ক্যাপ্টেন্সি না পাওয়া, হার্দিক পান্ডিয়ার সব কিছুতেই যেন বিতর্ক বাড়ছিল। টি২০ বিশ্বকাপ থেকে যেন জ্বলে উঠলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষে টি২০তে ফের অলরাউন্ডারের সিংহাসন দখল করলেন হার্দিক পান্ডিয়া। লিয়াম লিভিংস্টোনকে সরিয়ে টি২০ অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠেছেন হার্দিক।

পারথে ঐতিহাসিক জয়ে একগুচ্ছ রেকর্ড ভারতের

ঘরের মাঠে জয় অধরা ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে জয়ে ফিরল ভারত। পারথে বিশাল জয়ে গড়ল একগুচ্ছ রেকর্ডও।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে ভারত সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড গড়ল। এর আগে ১৯৭৭ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ২২২ রানে ভারত জিতেছিল। এবার পারথে ২৯৫ রানে জিতল টিম ইন্ডিয়া।

বিদেশের মাটিতে তৃতীয় বার বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড গড়ল টিম ইন্ডিয়া। এর আগে ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩১৮ রানে জিতেছিল ভারত। এটাই সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় টিম ইন্ডিয়ার। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩০৪ রানে জয় দ্বিতীয় স্থানে।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতই প্রথম দল যা অস্ট্রেলিয়াকে হারাল। আগে এই মাঠেই অজিরা ৪-০-এ জিতেছিল। হারিয়েছিল পাকিস্তান, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। সফরকারী প্রথম অধিনায়ক হিসেবে বুমরা এই স্টেডিয়ামে জিতলেন।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১০ বা তার বেশি টেস্ট ম্যাচ জেতার নিরিখে বিচার করলে ভারত চতুর্থ স্থানে রয়েছে। ইংল্যান্ড (৫৭), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (১০) এই প্রস্তরফলক ছুঁয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জেতার নিরিখে বুমরা সপ্তম ভারতীয় অধিনায়ক। তিনি ছাড়া অজিঙ্কে রাহানে, বিরাট কোহলি, সুনীল গাভাসকর, বিষেণ সিং বেদি, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং অনিল কুম্বলেও অজিভূমে টেস্ট জেতার নজির গড়েন।

পারথে (ওয়াকা ও অপটাস মিলিয়ে) টেস্ট জয়ের ক্ষেত্রে বুমরা দ্বিতীয় এশিয়ান অধিনায়ক। অনিল কুম্বলে ২০০৮ সালে পারথে জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে একাধিকবার আট বা তার বেশি সংখ্যক উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে বুমরা দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার। ২০১৮-র পর ২০২৪ সালে বুমরা ম্যাচে আটটি উইকেট নিলেন। ১৯৮৫ ও ১৯৯২ সালে কপিল দেব অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই নজির গড়েছিলেন।

অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যে ভরা এবারের কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুদিনের আইপিএল নিলামের স্লগ ওভারে পৌঁছে দল সাজিয়ে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। পুরনো ক্রিকেটারদের মধ্যে কয়েক জনকে যেমন ফিরিয়ে নিল তারা, তেমনই বেশ কিছু নতুন ক্রিকেটারকেও দলে নিয়েছে কেকেআর। গত বারের আইপিএল জয়ী দলের মোট ১১ জনকে রেখে এবারের দল তৈরি করেছে কেকেআর। নিলামের আগে ৬জনকে রিটেন করা হয়। নিলামের প্রথমদিন সাতজনকে কেনে শাহরুখ খানের ফ্রাঞ্চাইজি। দ্বিতীয়দিন বাকি কোটা পূর্ণ করা হয়। কেনা হয় আটজনকে। মেগা নিলাম থেকে মোট ১৫ জন ক্রিকেটার কিনল কেকেআর।

একনজরে কেকেআর
উইকেটকিপার: কুইন্টন ডি কক (৩.৬০ কোটি), রহমানুল্লা গুরবাজ (২ কোটি)।

ব্যাটার: রিঙ্কু সিং (১৩ কোটি), অঙ্গকৃশ রঘুবংশী (৩ কোটি), রোভমান পাওয়েল (১.৫০ কোটি), অজিঙ্ক রাহানে (১.৫০ কোটি), মনীশ পাণ্ডে (৭৫ লক্ষ), লাভনীত শিশোদিয়া (৩০ লক্ষ)।

অলরাউন্ডার: ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩.৭৫ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি), সুনীল নারিন (১২ কোটি), অনুকূল রায় (৪০ লক্ষ), রমনদীপ সিং (৪ কোটি), মঈন আলি (২ কোটি)।

পেসার: হর্ষিত রানা (১২ কোটি), বৈভব অরোরা (১.৮০ কোটি), আনরিখ নোখিয়ে (৬.৫০ কোটি), স্পেন্সার জনসন (২.৮০ কোটি), উমরান মালিক (৭৫ লক্ষ)।

স্পিনার: বরুণ চক্রবর্তী (৪ কোটি), মায়াঙ্ক মারকান্ডে (৩০ লক্ষ)।

অভাব অনটনকে হারিয়েই উত্থান বৈভবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র ১৩ বছরেই কোটিপতি বৈভব সূর্যবংশী। বিহারের এই কিশোর ক্রিকেটার যে বহু দূরের ঘোড়া, তা বোঝাই যাচ্ছে। আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ। নিলামে তাঁকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকায় নেয় রাজস্থান রয়্যালস। ছেলেকে ক্রিকেটার তৈরি করার স্বপ্ন দেখতেন বৈভবের বাবা সঞ্জীব সূর্যবংশী। ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর জন্য তিন বছর আগে জমি বিক্রি করে দেন। রাজস্থান রয়্যালস তাঁর ছেলে বৈভবকে দলে নেওয়ায় বাক্যিহারা সঞ্জীব। সঞ্জীব বলেছেন, 'বৈভব এখন কেবল আমাদের সন্তান নয়। ও গোটা বিহারের সন্তান।' অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ খেলার জন্য বৈভব এখন দুবাইয়ে রয়েছেন। সঞ্জীব তাঁর কোটিপতি ছেলের সম্পর্কে বলেন, আমার ছেলে কঠিন পরিশ্রম করেছে। আট বছর বয়সে অনূর্ধ্ব ১৬ ডিস্ট্রিক্ট ট্রায়াল দিয়ে উতরেছে। আমি সমস্তিপুরে ওকে ক্রিকেট কোচিংয়ের জন্য দিয়ে আসতাম। ক্রিকেট খেলার খরচ রয়েছে। সেই সম্পর্কে সঞ্জীব বলছেন, অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হয়েছে। খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। কী বলব বলুন, আমি তো আমার জমি পর্যন্ত বেচে দিয়েছি। এখনও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি।' জেদ্দায় অনুষ্ঠিত নিলামে একসময়ে বৈভবকে নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে যায় রাজস্থান রয়্যালস ও দিল্লি ক্যাপিটালসের মধ্যে। খবরের ভিতরের খবর ফাঁস করে সঞ্জীব বলছেন, 'রাজস্থান রয়্যালস বৈভবকে নাগপুরে ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। বিক্রম রাঠোর স্যর ওকে ম্যাচের পরিস্থিতি দেন। এক ওভারে ১৭ রান তুলতে বলা হয়েছিল বৈভবকে। ও তিনটে ছক্কা মারে। ট্রায়ালে আটটি ছক্কা ও চারটি চার মারে। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই বিস্ময়বালক বৈভবের কীর্তি গোটা দেশের নজর কেড়েছে। বৈভব সম্পর্কে কথিত রয়েছে, তিনি এক বছরে বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলে ৪৯টি সেঞ্চুরি করেছেন। সেই ছেলেই এবার রাজস্থান রয়্যালসে। সেখানে রাহুল দ্রাবিড়ের হাতে পড়ে অন্য রূপ ধারণ করবে বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল।

জামশেদপুরকে হারিয়ে লিগের মগডালে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিগ টেবিলের মগডালে মোহনবাগান। জামশেদপুরকে উড়িয়ে বেঙ্গালুরুকে ছাপিয়ে গোল পার্থক্যে শীর্ষস্থান দখল করল হোসে মোলিনার দল। ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট বাগানের। ম্যাচ শুরুর আগে যুবভারতীর গ্যালারিতে বিশাল টিফো। একদিকে মোহনবাগানের ছজন বিদেশির ছবি। অন্যদিক ছয় প্রাক্তন বিদেশি। সেই তালিকায় ব্যারেটো, চিমা, কাতসুমি, বেইতিয়া, ওডাফা এবং সোনি। তাতে লেখা, তোমরা বিদেশি নয়, পরিবার। আমাদের ভালবাসা তোমাদের মুখে হাসি ফোটাবে।

যুবভারতীতে সমর্থকদের মুখেও হাসি ফুটিয়েছেন সবুজ মেরুন ফুটবলাররা। জামশেদপুর এফসিকে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। গোলদাতা টম অ্যালড্রেড, লিস্টন কোলাসো এবং জেমি ম্যাকলারেন। ওড়িশার সঙ্গে ড্র করার পর আবার জয়ে ফিরল সবুজ মেরুন। হারের হ্যাটট্রিক হল জামশেদপুরের। শেষ তিন ম্যাচে ১৩ গোল হজম।ম্যাচের ১৫ মিনিটে বাগানকে এগিয়ে দেন অ্যালড্রেড। দিমিত্রির কর্নার হেড করে বিপদমুক্ত করেন জামশেদপুরের ফুটবলার। টাংরির শট বিপক্ষের প্লেয়ারের গায়ে লেগে প্রতিহত হয়। হেড করে বল নামিয়ে দেন অ্যালবার্তো। চলন্ত বলে ডান পায়ের ভলিতে দারুণ গোল অ্যালড্রেডের।বিরতির আগেই ২-০ করে বাগান। ৪৫+২ মিনিটে গোল লিস্টনের। বিপক্ষের পাঁচজনকে কাটিয়ে অনবদ্য গোল। তারপর আরও অভিনব হয় গোল উদযাপন। প্রথমার্ধের শেষে জোড়া গোলে এগিয়ে গেলেও খেলার মান আহামরি ছিল না। তবে দুই প্রান্তে হিট মনবীর, লিস্টন জুটি। ম্যাচের ৭৫ মিনিটে তিন নম্বর গোল করে মোহনবাগান। দীপক টাংরির লং বল রিসিভ করে নিখুঁত মাইনাস মনবীরের। আলতো পুশে তেকাঠিতে রাখেন ম্যাকলারেন। গোটা ম্যাচে খুব বেশি নজর না কাড়তে পারলেও, গোলটা চেনেন অজি বিশ্বকাপার। অবশ্য গোলটা প্লেটে করে সাজিয়ে দেন জামশেদপুরের গোলকিপার। ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। কিন্তু ম্যাচের ৮৪ মিনিটে লিস্টনের শট পোস্টে লাগে। আগের ম্যাচে ড্রয়ের পর আবার জয়ের সরণিতে বাগান। তিন গোলের পাশাপাশি ক্লিনশিট রাখাও তৃপ্তি দেবে মোলিনাকে।

বাংলায় শুরু জাতীয় যুব বাস্কেটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন পর বাংলায় শুরু হল জাতীয় যুব বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল আসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৩৯তম অনূর্ধ্ব-১৭ সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগিতা চলবে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি প্রদীপ কুমার আঢ্য এবং আইপিএস শিবাজি ঘোষ। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার আঢ্য জানান, দুই জায়গায় একযোগে জাতীয় খেলা চলছে। প্রতিযোগিতার জন্য রাজ্য সংস্থার ময়দানের তাঁবু ছাড়াও রয়েছে হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়াম। ৩২ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে কমপক্ষে ১২০০ খেলোয়াড়, ম্যানেজার, কোচ ও রেফারি ওই বর্ণময় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

জেলায় জেলায় টক্কর

শিলিগুড়িতে শুরু প্রিমিয়ার লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ। গত ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ। বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মাধ্যমে সূচনা হয় শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগের। শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এদিন দুপুরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল এসএসবি বনাম এএসএস। আজ এদিন খেলা দেখতে দর্শকদের সমাগম লক্ষ্য করা যায়। শীতের দুপুরে জমজমাট ফুটবল দর্শকদের নজর কাড়ে।

শিলিগুড়িতে কবাডি ও খো খো প্রতিযোগিতা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সহযোগিতায় ও স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উদ্যোগে ২৪ নভেম্বর দুপুর থেকে শিলিগুড়ির সারদামণি বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল কবাডি ও খো খো প্রতিযোগিতা। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ খো খো টিমের কোচ জানান, মাঝে কয়েকবছর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়নি, আবারো শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা। তবে এই প্রতিযোগিতা আগেও হয়েছে। মোট পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করছে দলগুলি হল যথাক্রমে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও গঙ্গারামপুর।

তাসের দেশে নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছেন তারকা প্রণব বর্ধন

তাস, দাবা, পাশা– এই তিন সর্বনাশা' প্রবাদকে মুছে দিয়েছেন বাংলার অন্যতম তাস খেলুড়ে প্রণব বর্ধন। সদ্য মেসির দেশে তাসের বিশ্বকাপে বাদল দাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে রানার্স হন প্রণব বর্ধন। তাসে এটাই ভারতের সর্বোচ্চ সাফল্য। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বাসভবনে সুখ্যাতি করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কীভাবে এলেন তাদের দেশে! কেনই বা এলেন! সাফল্যের বিনিময়ে কী পেলেন! কেনই বা এত নেশা তাঁর! আদৌ কি নেশা! কৌতূহলের শেষ নেই ক্রীড়াপ্রেমীদের। বিশ্বকাপে রুপোলি ঝলক নিয়ে ফেরা প্রণব বর্ধন জানালেন তাসের দেশের অজানা কথা।

শুনলেন সুমনা মণ্ডল

◆**প্রশ্ন:** তাসেও তারকা হওয়া সম্ভব! তাসের বিশ্বকাপে রানার্স। মেসির দেশে কতটা কঠিন ছিল লড়াই?

◆◆ **প্রণব বর্ধন:** দেশ থেকে সিলেকশন ট্রায়াল খেলে জুটি হিসেবে যাই। ৬ জনের টিম। কলকাতা থেকে আমি, বাদল দাস, কমলকৃষ্ণ মুখার্জি, বিভাস টোডি, রবি গোয়েঙ্কারা গিয়েছিলাম। এছাড়াও ছিলেন অরুণ বাপাট, গিরিশ বিজোর। ১৯ অক্টোবর আর্জেন্টিনা পৌঁছই। ২২ অক্টোবর খেলা শুরু হয়।

বিশ্বকাপের প্রত্যেকটা ম্যাচই খুবই কঠিন ম্যাচ। আমাদের নিয়ে মোট ২৪টা দেশ ছিলাম বিশ্বকাপে। ২৩টা দেশের সঙ্গেই আমাদেরকে খেলতে হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা নকআউটে পৌঁছোই। প্রথম ১৬টা দেশ নকআউটে সুযোগ পায়। সেখানে আমরা স্কটল্যান্ড, কানাডা, সুইডেনের সঙ্গে খেলেছি ও হারিয়েছি। এরা সবাই বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার ছিল। শেষ ম্যাচ ছিল আমাদের আমেরিকার সঙ্গে। প্রথম তিন রাউন্ড গায়ে গায়ে ফাইট হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য শেষপর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। যাঁদের কাছে হেরে রানার্স হয়েছি, তাঁরা এর আগে পাঁচবারের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন। তবে এটাই দেশের হয়ে আমাদের এখনও পর্যন্ত সেরা কৃতিত্ব। তাতেও আমরা গর্বিত।

◆**প্রশ্ন:**তাসের দেশে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন কীভাবে?

◆◆ আমার ১৯৭৫ সালে শুরু বলা যেতে পারে। বাড়িতে তাস খেলার চর্চা ছিল। বাবা খেলতেন।আমাদের বাড়িতেই তাস খেলার আসর বসত। পশ্চিমবঙ্গে তখন কঠিন সময় চলছিল। নকশাল মুভমেন্ট সহ নানা আন্দোলন। আমরা সে'সময় অত খেলতে বেরোতে পারতাম না। বাবা-মার চিন্তা হত। তাই বাড়িতে বসেই চর্চা শুরু। এরমধ্যেই ভাললাগার শুরু। বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াস হই। প্রচুর পরিশ্রম করে আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি।

◆**প্রশ্ন:** সেই পরিশ্রমেরই ফল এই জয়!

◆◆ তাস আসলে অঙ্কের খেলা। মেধার লড়াই। এটা তো প্রথম সাফল্য নয়, এর আগেও ২০১৮ তে এশিয়ান গেমসে সোনা জয় করেছিলাম, ২০২২ এ এশিয়া কাপে সোনা জিতেছি। ২০১৭তে তে এশিয়া প্যাসিফিক জিতেছিলাম।

◆**প্রশ্ন:** তাহলে আপনি প্রমাণ করলেন তাস সর্বনাশা নয়! লোকে এখনও তাস খেলাকে জুয়ার চোখেই দেখে!

◆◆ আমাকে লোকে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু আমার খেলাটাকে নিয়ে কেউ কিছু বললে, সত্যিই কষ্ট পাব। এই খেলাটাকে সামনে থেকে দেখেছি তো। ভাল ভাবনা চিন্তা রয়েছে। আমাদের দেশের বাইরে এই খেলা এখন মূল স্রোতে, সাবজেক্টে চলে এসেছে।

◆**প্রশ্ন:**তাস খেলে দিন কাটান! সত্যি কি আপনাকে বিদ্রুপ শুনতে হয়নি?

◆◆ ঠিক, একটা সময় যখন জার্নি শুরু করি, তখন আমার খুব কাছের লোকেই,

> **একটা সময় যখন জার্নি শুরু করি, তখন আমার খুব কাছের লোকেই, সেই সময় বলত, কী যে তাস খেলতে যায়! অথচ আজকে তারা সম্মান করে, সম্মানের চোখে দেখে। তবে পরিবারের সমর্থন পেয়েছি সবসময়। বিশেষ করে আমার মিসেস রুমা বর্ধন খুব সাপোর্ট করেছে। ওর সাপোর্ট না পেলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না এটা গ্যারান্টি।**

সেই সময় বলত, কী যে তাস খেলতে যায়! অথচ আজকে তারা সম্মান করে, সম্মানের চোখে দেখে।

◆**প্রশ্ন:** সে'সময় তাহলে সাপোর্ট পাননি?

◆◆ পরিবারের সমর্থন পেয়েছি সবসময়। বিশেষ করে আমার মিসেস রুমা বর্ধন খুব সাপোর্ট করেছে। ওর সাপোর্ট না পেলে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না এটা গ্যারান্টি।

◆**প্রশ্ন:** তাস খেলে কি কেরিয়ার গড়া সম্ভব?

◆◆ এইমুহূর্তে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে। সাই অথরিটি এর ফিডব্যাক দিচ্ছে। অনেক সংস্থাও এগিয়ে আসছে। ২০১৮ সালে আমার এশিয়ান গেমস গোল্ড মেডেলের পরে সারা ভারতবর্ষে এই খেলাটা ছড়িয়েছে ব্যাপকভাবে। বলা যেতে পারে লাইমলাইটে চলে এসেছে।

◆**প্রশ্ন:** তাসেতে কি জোচ্চুরি হয় না? বিশেষ করে ম্যাচে!

◆◆ কথাটা একদমই সত্যি। তবে রোজদিন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। আজকের দিনে জোচ্চুরির সংখ্যা প্রায় জিরো। কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারব না। কারণ, চুরিরও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আরও সূক্ষ্ম হয়ে যাচ্ছে। এটা চলতেই থাকছে। ভীষণ মেধাবী এখানে সবাই।

◆**প্রশ্ন:** জোচ্চুরি আটকানোর ব্যবস্থা কীভাবে নেওয়া হয়?

◆◆ অনেক নিয়মের মধ্যেই একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। যেমন আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাই না ম্যাচ খেলার সময়। আমাদের মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বলা যায় না। স্বচ্ছতার জন্যই এসব করা। মোবাইল বন্ধ থাকে। এমনকী ওয়াশরুমে কোনও কারণে যেতে হলে, অবজার্ভারকে দিয়ে পাঠানো হয়। সে লক্ষ্য করে সত্যি সত্যি ওয়াশরুমে গেছি না অন্য উদ্দেশ্য। সবই সিসিটিভিতে ধরা থাকে। এরপরও আমি কতক্ষণ ভাবলাম, কী করলাম, কী বোঝাতে চাইলাম তার ওপরও অনুমান করা যায়। এখন আবার ট্যাবের ব্যবহার শুরু হয়েছে। আমরা এবার প্রথম ফাইনালে ট্যাবে খেললাম। অনভ্যস্ত হওয়ায় তাতে একটু অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু রানার্স হওয়ার অজুহাত দিতে চাইনা।

◆**প্রশ্ন:** ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনেও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কেমন অভিজ্ঞতা?

◆◆ প্রধানমন্ত্রী আমাকে যা বলেছেন, তা আমার কাছে অসাধারণ প্রাপ্তি। উনি বলেছেন, ভারতবর্ষে যতদিন এই খেলাটা বেঁচে থাকবে, ব্রিজ যতদিন থাকবে ততদিন আপনার কথা বলতেই হবে। জাস্ট লাইক তেনজিং নোরগে। আপনি রাস্তা তৈরি করেছেন। আপনার রাস্তায় লোকে হাঁটবে।

◆**প্রশ্ন:** আপনার দেখানো পথে হাঁটতে মানুষ কতটা আগ্রহী মনে হয়?

◆◆ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কত মানুষ যোগাযোগ করছে। কলকাতার আমর্হাস্ট স্ট্রিট অঞ্চল বা কত অভিভাবকরা আসছেন তাদের ছেলেমেয়েদের তাস খেলা শেখাতে।

◆**প্রশ্ন:** মেয়েরাও আগ্রহী হচ্ছে?

◆◆ ব্যাপকভাবে। যে তাস খেলায় মেয়েদের দেখাই যেত না, সেই খেলাতেও আগ্রহ ভরে শিখছে মেয়েরা। যা ভাবাই যায় না। এমনকি প্রচুর মহিলা তাদের সন্তানদেরও শেখাতে আগ্রহী।

◆**প্রশ্ন:** এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী? তাস অ্যাকাডেমির কথা কি হচ্ছে?

◆◆ এশিয়ান গেমস থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফেরার পর বেশ কিছু কথাবার্তা হয়েছিল রাজ্য সরকারের সঙ্গে। কিন্তু সেগুলো রূপ দেওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে আলোচনা এগোয়নি। আমি চেষ্টা করার পরেও হয়ে ওঠেনি। এটা আমার দুর্ভাগ্য।

◆**প্রশ্ন:** পরবর্তী জেনারেশনের সত্যি তাহলে আসা উচিত?

◆◆ অবশ্যই এই তাসেতে আসা উচিত। আনলিমিটেড অপশন বাড়ছে। কেউ ভালবেসে এলে এখান থেকে বেরোনো মুশকিল। তবে ধৈর্য নিয়ে থাকতে হবে। এখনও আমার কাছে সব জানা হয়ে গেছে বলতে পারি না। সে কারণেই আজও খেলায় আগ্রহ রয়েছে।

◆**প্রশ্ন:** এখনও তাহলে রোজ তাস নিয়ে বসেন!

◆◆ আমার পরিবারে দাদারা খেলতেন। কিন্তু অন্য পেশায় থাকায় এখানে সময় দিতে পারে না। এখন দৈনিক তিন থেকে চার ঘণ্টা চর্চা করি। করেই যেতে হবে। শেখার শেষ নেই। অনলাইনেই বন্ধুস্থানীয়দের সঙ্গে তাসচর্চা জারি রেখেছি।

www.alipurbarta.org | facebook.com/alipur.barta.5 | 8910487197 | alipurbarta1966@gmail.com | alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com